রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১ ২০২৬ সনের ৭ নং

বাংলাদেশ গেজেট

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

বৃহস্পতিবার, ফেব্রুয়ারি ১২, ২০২৬

সূচীপত্র

	পৃষ্ঠা নং
১ম খণ্ড—গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সকল মন্ত্রণালয়, বিভাগ, সংযুক্ত ও অধীনস্থ দপ্তরসমূহ এবং বাংলাদেশ সুপ্রীমকোর্ট কর্তৃক জারীকৃত বিধি ও আদেশাবলী সম্বলিত বিধিবদ্ধ প্রজ্ঞাপনসমূহ।	১৩৫—১৫৪
২য় খণ্ড—প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় ও বাংলাদেশ সুপ্রীমকোর্ট ব্যতীত গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক জারীকৃত যাবতীয় নিয়োগ, পদোন্নতি, বদলী ইত্যাদি বিষয়ক প্রজ্ঞাপনসমূহ।	১২৯—১৬০
৩য় খণ্ড—প্রথম খণ্ডে অন্তর্ভুক্ত প্রজ্ঞাপনসমূহ ব্যতীত প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক জারীকৃত প্রজ্ঞাপনসমূহ।	নাই
৪র্থ খণ্ড—প্রথম খণ্ডে অন্তর্ভুক্ত প্রজ্ঞাপনসমূহ ব্যতীত পেটেন্ট অফিস কর্তৃক জারীকৃত প্রজ্ঞাপনসমূহ ইত্যাদি।	নাই
৫ম খণ্ড—বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের এ্যাক্ট, বিল ইত্যাদি।	নাই
৬ষ্ঠ খণ্ড—প্রথম খণ্ডে অন্তর্ভুক্ত প্রজ্ঞাপনসমূহ ব্যতীত বাংলাদেশ সুপ্রীমকোর্ট, বাংলাদেশের মহা-হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক, সরকারী চাকুরী কমিশন এবং গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের অধস্তন ও সংযুক্ত দপ্তরসমূহ কর্তৃক জারীকৃত প্রজ্ঞাপনসমূহ।	১৭৭—১৯২
৭ম খণ্ড—অন্য কোনো খন্ডে অপ্রকাশিত অধস্তন প্রশাসন কর্তৃক জারীকৃত অ-বিধিবদ্ধ ও বিবিধ প্রজ্ঞাপনসমূহ।	নাই
৮ম খণ্ড—বেসরকারী ব্যক্তি এবং কর্পোরেশন কর্তৃক অর্থের বিনিময়ে জারীকৃত বিজ্ঞাপন ও নোটিশসমূহ।	৫—৬
ক্রোড়পত্র—সংখ্যা	
(১) . . . . .সনের জন্য উৎপাদনমুখী শিল্পসমূহের শুমারী।	নাই
(২) . . . . .বৎসরের জন্য বাংলাদেশের লিচুর চূড়ান্ত আনুমানিক হিসাব।	নাই
(৩) . . . . . বৎসরের জন্য বাংলাদেশের টক জাতীয় ফলের আনুমানিক হিসাব।	নাই
(৪) . . . . . কৃষি মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রকাশিত বৎসরের চা উৎপাদনের চূড়ান্ত আনুষ্ঠানিক হিসাব।	নাই
(৫) . . . . . তারিখে সমাপ্ত সপ্তাহে বাংলাদেশের জেলা এবং শহরে কলেরা, গুটি বসন্ত, প্লেগ এবং অন্যান্য সংক্রামক ব্যাধি দ্বারা আক্রমণ ও মৃত্যুর সাপ্তাহিক পরিসংখ্যান।	নাই
(৬) ৩১-০৩-০৮ইং তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিক পরিচালক, চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর কর্তৃক প্রকাশিত ত্রৈমাসিক গ্রন্থ তালিকা।	নাই

১ম খণ্ড

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সকল মন্ত্রণালয়, বিভাগ, সংযুক্ত ও অধীনস্থ দপ্তরসমূহ এবং বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট কর্তৃক জারীকৃত বিধি ও আদেশাবলি সম্বলিত বিধিবদ্ধ প্রজ্ঞাপনসমূহ।

অর্থ মন্ত্রণালয়

আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ

রাষ্ট্রমালিকানাধীন বাণিজ্যিক ব্যাংক-১ শাখা

প্রজ্ঞাপনসমূহ

তারিখ: ০৪ মাঘ ১৪৩২/১৮ জানুয়ারি ২০২৬

নং **৫৩.০০.০০০০.০০০.৩১২.২২.০০০২.১৯.৩৪**—রাষ্ট্রমালিকানাধীন বাণিজ্যিক ব্যাংক[১], বিশেষায়িত ব্যাংক[২] এবং আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের[৩] ব্যবস্থাপনা পরিচালক, উপব্যবস্থাপনা পরিচালক ও মহাব্যবস্থাপক পদে নিয়োগ, পদোন্নতি ও পদায়ন নীতিমালা ২০২৩-কে যুগোপযোগী করা সমীচীন ও প্রয়োজন মর্মে প্রতীয়মান হওয়ায় নিম্নরূপ নীতিমালা প্রণয়ন করা হলো:

১। **শিরোনাম:** এ নীতিমালা "রাষ্ট্রমালিকানাধীন বাণিজ্যিক ব্যাংক, বিশেষায়িত ব্যাংক এবং আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের ব্যবস্থাপনা পরিচালক, উপব্যবস্থাপনা পরিচালক ও মহাব্যবস্থাপক পদে নিয়োগ, পদোন্নতি ও পদায়ন নীতিমালা ২০২৬" নামে অভিহিত হবে।

১. সোনালী ব্যাংক পিএলসি, জনতা ব্যাংক পিএলসি, অগ্রণী ব্যাংক পিএলসি, রূপালী ব্যাংক পিএলসি, বাংলাদেশ ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক পিএলসি, বেসিক ব্যাংক লিমিটেড।
২. বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক, রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংক, কর্মসংস্থান ব্যাংক, আনসার-ভিডিপি উন্নয়ন ব্যাংক, প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক, পল্লী সঞ্চয় ব্যাংক।
৩. বাংলাদেশ হাউজ বিল্ডিং ফাইন্যান্স কর্পোরেশন, ইনভেস্টমেন্ট কর্পোরেশন অব বাংলাদেশ।

মোহাম্মদ আবু ইউসুফ, উপপরিচালক (উপসচিব), বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
মোঃ নজরুল ইসলাম, উপপরিচালক (উপসচিব), বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস, তেজগাঁও,
ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। website: www.bgpress.gov.bd

২। **প্রযোজ্যতা:** এ নীতিমালা "রাষ্ট্রমালিকানাধীন বাণিজ্যিক ব্যাংক, বিশেষায়িত ব্যাংক এবং আর্থিক প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপনা পরিচালক, উপব্যবস্থাপনা পরিচালক ও মহাব্যবস্থাপক পদে নিয়োগ, পদোন্নতি ও পদায়নের জন্য প্রযোজ্য হবে।

৩। **রাষ্ট্রমালিকানাধীন বাণিজ্যক ব্যাংকসমূহের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও সিইও পদে নিয়োগের ক্ষেত্রে অনুসরণীয় পদ্ধতি:**

(ক) আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ কর্তৃক রাষ্ট্রমালিকানাধীন বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহে ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও সিইও পদে চুক্তিভিত্তিক নিয়োগ ও পদায়ন করা হবে।

(খ) তফসিলভুক্ত ব্যাংকসমূহে সক্রিয় কর্মকর্তা হিসেবে কমপক্ষে ২০(বিশ) বছরের অভিজ্ঞতাসহ ব্যাংকের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা পদে কর্মরত অথবা অবসরপ্রাপ্ত অথবা ব্যাংকের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা পদের অব্যবহিত পূর্ববর্তী পদে ০২ (দুই) বছরের কর্ম-অভিজ্ঞতা সম্পন্ন ব্যক্তিবর্গের মধ্যে থেকে সর্বোচ্চ ৩ (তিন) বছরের জন্য চুক্তিভিত্তিক নিয়োগ প্রদান করা যাবে।

(গ) রাষ্ট্রমালিকানাধীন বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও সিইও পদে নিয়োগের ক্ষেত্রে প্রার্থীদের নিম্নবর্ণিত যোগ্যতা থাকতে হবে:

(১) কোনো স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় হতে ন্যূনতম স্নাতকোত্তর ডিগ্রিধারী হতে হবে। তবে অর্থনীতি, হিসাববিজ্ঞান, ফাইন্যান্স, ব্যাংকিং, ব্যবস্থাপনা অথবা ব্যবসায় প্রশাসন বিষয়ে উচ্চতর প্রাতিষ্ঠানিক বা পেশাগত শিক্ষায় যোগ্যতাসম্পন্ন প্রার্থীদের অগ্রাধিকার দেয়া হবে;

(২) শিক্ষাজীবনের কোনো পর্যায়ে তৃতীয় বিভাগ বা শ্রেণি থাকতে পারবে না। গ্রেডিং পদ্ধতিতে প্রকাশিত ফলাফলের ক্ষেত্রে এসএসসি বা সমমান ও এইচএসসি বা সমমান পরীক্ষার ক্ষেত্রে জিপিএ ৩.০০ এর কম এবং অনুমোদিত বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রদত্ত সিজিপিএ এর ক্ষেত্রে ৪.০০ পয়েন্ট স্কেলে ২.৫০ এর কম ও ৫.০০ পয়েন্ট স্কেলে ৩.০০ এর কম হলে তা গ্রহণযোগ্য হবে না। বিদেশ থেকে ডিগ্রি অর্জনের ক্ষেত্রে প্রকাশিত ফলাফল (শ্রেণি/বিভাগ/জিপিএ) যথাযথ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুমোদিত ও সমতায়িত হতে হবে;

(৩) সংশ্লিষ্ট প্রার্থীর চাকরি জীবনে সকল স্তরে কার্যসম্পাদনের ক্ষেত্রে সততা ও সুনাম থাকতে হবে;

(ঘ) প্রার্থীর গোয়েন্দা প্রতিবেদন ও দুর্নীতি দমন কমিশনের প্রাতবেদন সংগ্রহপূর্বক পর্যালোচনা করতে হবে।

(ঙ) প্রার্থীদের জ্যেষ্ঠতা, চাকরির অভিজ্ঞতা, পেশাগত দক্ষতা, সততা, সুনাম, গোয়েন্দা প্রতিবেদন ও দুর্নীতি দমন কমিশনের প্রতিবেদন এবং বাংলাদেশ ব্যাংকের এতদ্‌সংশ্লিষ্ট নির্দেশনা বিবেচনাপূর্বক অনুচ্ছেদ ৬ এ বর্ণিত বাছাই কমিটি ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও সিইও পদে নিয়োগের জন্য সুপারিশ করবে।

(চ) বাছাই কমিটির সুপারিশের পরিপ্রেক্ষিতে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী/প্রধান উপদেষ্টার অনুনোমদনক্রমে ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও সিইও পদে চুক্তিভিত্তিক নিয়োগ প্রদান করা হবে।

৪। **বিশেষায়িত ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহে ব্যবস্থাপনা পরিচালক পদে নিয়োগ ও পদায়নের ক্ষেত্রে অনুসরণীয় পদ্ধতি:**

(ক) আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ কর্তৃক বিশেষায়িত ব্যাংক এবং আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের ব্যবস্থাপনা পরিচালক পদে পদোন্নতি অথবা ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানে আন্তঃবদলির মাধ্যমে নিয়োগ ও পদায়ন করা হবে।

(খ) আন্তঃবদলির মাধ্যমে নিয়োগ ও পদায়নের ক্ষেত্রে মাননীয় অর্থমন্ত্রী/অর্থ উপদেষ্টার অনুমোদন গ্রহণ করতে হবে।

(গ) রাষ্ট্রমালিকানাধীন বাণিজ্যিক ব্যাংক, বিশেষায়িত ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানে কর্মরত উপব্যস্থাপনা পরিচালকগণ-কে ব্যবস্থাপনা পরিচালক পদে পদোন্নতির জন্য বিবেচনা করা হবে।

(ঘ) রাষ্ট্রমালিকানাধীন বিশেষায়িত ব্যাংক এবং আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের ব্যবস্থাপনা পরিচালক পদে পদোন্নতির ক্ষেত্রে প্রার্থীদের নিম্নবর্ণিত যোগ্যতা থাকতে হবে:

(১) কোনো স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় হতে ন্যূনতম স্নাতকোত্তর ডিগ্রিধারী হতে হবে। তবে অর্থনীতি, হিসাববিজ্ঞান, ফাইন্যান্স, ব্যাংকিং, ব্যবস্থাপনা অথবা ব্যবসায় প্রশাসন বিষয়ে উচ্চতর প্রাতিষ্ঠানিক বা পেশাগত শিক্ষায় যোগ্যতাসম্পন্ন প্রার্থীদের অগ্রাধিকার দেয়া হবে;

(২) শিক্ষাজীবনের কোনো পর্যায়ে তৃতীয় বিভাগ বা শ্রেণি থাকতে পারবে না। গ্রেডিং পদ্ধতিতে প্রকাশিত ফলাফলের ক্ষেত্রে এসএসসি বা সমমান ও এইচএসসি বা সমমান পরীক্ষার ক্ষেত্রে জিপিএ ৩.০০ এর কম এবং অনুমোদিত বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রদত্ত সিজিপিএ এর ক্ষেত্রে ৪.০০ পয়েন্ট স্কেলে ২.৫০ এর কম ও ৫.০০ পয়েন্ট স্কেলে ৩.০০ এর কম হলে তা গ্রহণযোগ্য হবে না। বিদেশ থেকে ডিগ্রি অর্জনের ক্ষেত্রে প্রকাশিত ফলাফল (শ্রেণি/বিভাগ/জিপিএ) যথাযথ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুমোদিত ও সমতায়িত হতে হবে;

(৩) সংশ্লিষ্ট প্রার্থীর চাকরি জীবনে সকল স্তরে কার্যসম্পাদনের ক্ষেত্রে সততা ও সুনাম থাকতে হবে;

(৪) প্রার্থীদের ডিএমডি পদে ০২ (দুই) বছরের অভিজ্ঞতাসহ ৯ম গ্রেড হতে ন্যূনতম ২০ (বিশ) বছরের কর্ম-অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।

(ঙ) প্রার্থীর গোয়েন্দা প্রতিবেদন ও দুর্নীতি দমন কমিশনের প্রাতবেদন সংগ্রহপূর্বক পর্যালোচনা করতে হবে।

(চ) প্রার্থীদের জ্যেষ্ঠতা, চাকরির অভিজ্ঞতা, পেশাগত দক্ষতা, সততা, সুনাম, গোয়েন্দা প্রতিবেদন ও দুর্নীতি দমন কমিশনের প্রতিবেদন এবং বাংলাদেশ ব্যাংকের এতদ্‌সংশ্লিষ্ট নির্দেশনা বিবেচনাপূর্বক অনুচ্ছেদ ৬ এ বর্ণিত বাছাই কমিটি ব্যবস্থাপনা পরিচালক পদে পদোন্নতির জন্য সুপারিশ করবে।

(ছ) বাছাই কমিটির সুপারিশের পরিপ্রেক্ষিতে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী/প্রধান উপদেষ্টার অনুমোদনক্রমে ব্যবস্থাপনা পরিচালক পদে পদোন্নতি প্রদান করা হবে।

৫। উপব্যবস্থাপনা পরিচালক পদে নিয়োগ ও পদায়নের ক্ষেত্রে অনুসরণীয় পদ্ধতি:

(ক) আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ কর্তৃক রাষ্ট্রমালিকানাধীন বাণিজ্যিক ব্যাংক, বিশেষায়িত ব্যাংক এবং আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের উপব্যবস্থাপনা পরিচালক পদে পদোন্নতি অথবা ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানে আন্তঃবদলির মাধ্যমে নিয়োগ ও পদায়ন করা হবে।

(খ) রাষ্ট্রমালিকানাধীন বাণিজ্যিক ব্যাংক, বিশেষায়িত ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানে মহাব্যবস্থাপক হিসেবে ০২ (দুই) বছরের অভিজ্ঞতাসহ ৯ম গ্রেড হতে ন্যূনতম ১৯ (উনিশ) বছরের কর্মঅভিজ্ঞতা থাকতে হবে। তবে উপব্যবস্থাপনা পরিচালক পদে পদোন্নতির ক্ষেত্রে প্রিন্সিপাল অফিসার পদে সরাসরি নিয়োগপ্রাপ্তদের ১৭ বছর, সিনিয়র প্রিন্সিপাল অফিসার পদে সরাসরি নিয়োগপ্রাপ্তদের ১৪ বছর, সহকারী মহাব্যবস্থাপক পদে সরাসরি নিয়োগপ্রাপ্তদের ১১ বছর এবং উপমহাব্যবস্থাপক পদে সরাসরি নিয়োগপ্রাপ্তদের ০৮ বছরের কর্ম-অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।

(গ) প্রার্থীর গোয়েন্দা প্রতিবেদন ও দুর্নীতি দমন কমিশনের প্রতিবেদন সংগ্রহপূর্বক পর্যালোচনা করতে হবে।

(ঘ) প্রার্থীদের শিক্ষাগত যোগ্যতা, চাকরিকাল, ব্যাংকিং প্রফেশনাল পরীক্ষা, চাকরির রেকর্ড, বার্ষিক গোপনীয় অনুবেদন (এসিআর), সাক্ষাৎকারে প্রাপ্ত নম্বর, সততা, সুনাম, গোয়েন্দা প্রতিবেদন ও দুর্নীতি দমন কমিশনের প্রতিবেদন এবং বাংলাদেশ ব্যাংকের এতদ্‌সংশ্লিষ্ট নির্দেশনা বিবেচনাপূর্বক অনুচ্ছেদ ৬ এ বর্ণিত বাছাই কমিটি মেধাক্রম অনুসারে উপব্যবস্থাপনা পরিচালক পদে পদোন্নতির সুপারিশ করবে।

(ঙ) পেশাগত ক্ষেত্রে CA/CMA/ACCA/MBM/CPA/CCNA/CISA/MPB/CFA/MAS ডিগ্রি অতিরিক্ত যোগ্যতা হিসেবে বিবেচিত হবে যা পদায়নের ক্ষেত্রে বিবেচনা করা যাবে।

(চ) বাছাই কমিটির সুপারিশের পরিপ্রেক্ষিতে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী/প্রধান উপদেষ্টার অনুমোদনক্রমে উপব্যবস্থাপনা পরিচালক পদে পদোন্নতি প্রদান করা হবে।

(ছ) ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানে আন্তঃবদলি ও পদায়ন মাননীয় অর্থমন্ত্রী/অর্থ উপদেষ্টার অনুমোদনক্রমে সম্পন্ন হবে।

(জ) কোনো কর্মচারীর উপর বিভাগীয় মামলায় দণ্ড আরোপ করা হলে আরোপিত দণ্ডের মেয়াদ শেষ হওয়ার পর থেকে লঘুদণ্ডের ক্ষেত্রে ০১ (এক) বৎসর এবং গুরুদণ্ডের ক্ষেত্রে ০২ (দুই) বৎসর পর্যন্ত তিনি পদোন্নতির যোগ্য হবে না।

(ঝ) উপব্যবস্থাপনা পরিচালক পদে পদোন্নতির নিমিত্ত (অনুচ্ছেদ ৬ এ বর্ণিত) বাছাই পদ্ধতি:

(১) বাছাই কমিটি পদোন্নতিযোগ্য প্রার্থীদের সাক্ষাৎকার গ্রহণ করবে;

(২) বাছাই কমিটি প্রার্থীদের সাক্ষাৎকার গ্রহণের জন্য প্রয়োজনে সাক্ষাৎকার কমিটি গঠন করতে পারবে;

(৩) পদোন্নতিযোগ্য প্রার্থীদেরকে ১০০ নম্বরের নিম্নরূপ মানদণ্ডের ভিত্তিতে মূল্যায়ন করা হবে:

ক্র. নং	মানদণ্ড	নম্বর
(১)	শিক্ষাগত যোগ্যতা	১৫
(২)	ব্যাংক/আর্থিক প্রতিষ্ঠানে চাকরিকাল	১৫
(৩)	ব্যাংকিং প্রফেশনাল পরীক্ষা	০৫
(৪)	চাকরির রেকর্ড (চাকরিকালীন শৃঙ্খলা, ফৌজদারী এবং অডিট আপত্তি সংক্রান্ত তথ্য)	১০
(৫)	বার্ষিক গোপনীয় অনুবেদন (এসিআর)	৪০
(৬)	সাক্ষাৎকার	১৫
	মোট	১০০

(১) শিক্ষাগত যোগ্যতা

(ক) স্নাতকোত্তর বা সমমানের ডিগ্রি

(১)	প্রথম শ্রেণি বা সমমানের সিজিপিএ	৪
(২)	দ্বিতীয় শ্রেণি বা সমমানের সিজিপিএ	৩
(৩)	তৃতীয় শ্রেণি বা সমমানের সিজিপিএ	২

(খ) স্নাতক সম্মান বা সমমানের ডিগ্রি

(১)	প্রথম শ্রেণি বা সমমানের সিজিপিএ	৫
(২)	দ্বিতীয় শ্রেণি বা সমমানের সিজিপিএ	৪
(৩)	তৃতীয় শ্রেণি বা সমমানের সিজিপিএ	২

অথবা, স্নাতক (পাশ) বা সমমানের ডিগ্রি

(১) প্রথম বিভাগ বা সমমানের সিজিপিএ ৪ **১৫ নম্বর**

(২) দ্বিতীয় বিভাগ বা সমমানের সিজিপিএ ৩

(৩) তৃতীয় বিভাগ বা সমমানের সিজিপিএ ২

(গ) উচ্চ মাধ্যমিক সার্টিফিকেট বা সমমানের ডিগ্রি

(১) প্রথম বিভাগ বা সমমানের জিপিএ ৩

(২) দ্বিতীয় বিভাগ বা সমমানের জিপিএ ২

(৩) তৃতীয় বিভাগ বা সমমানের জিপিএ ১

(ঘ) মাধ্যমিক সার্টিফিকেট বা সমমানের ডিগ্রি

(১) প্রথম বিভাগ বা সমমানের জিপিএ ৩

(২) দ্বিতীয় বিভাগ বা সমমানের জিপিএ ২

(৩) তৃতীয় বিভাগ বা সমমানের জিপিএ ১

(২) **ব্যাংক/আর্থিক প্রতিষ্ঠানে চাকরিকাল** **১৫ নম্বর**

(ক) উপমহাব্যবস্থাপক পদে (প্রতি বছরের জন্য ১.০০ নম্বর, ৬ মাস বা এর বেশী কিন্তু ১ বছরের কম এর জন্য ০.৫০ নম্বর) (সর্বোচ্চ) ০৫

(খ) মহাব্যবস্থাপক পদে (প্রতি বছরের জন্য ২.৫০ নম্বর, ৬ মাস বা এর বেশী কিন্তু ১ বছরের কম এর জন্য ১.২৫ নম্বর) (সর্বোচ্চ) ১০

(৩) **ব্যাংকিং প্রফেশনাল পরীক্ষা** **০৫ নম্বর**

(ক) প্রথম পর্ব (JAIBB) ২.৫০

(খ) দ্বিতীয় পর্ব (AIBB) ২.৫০

(৪) **চাকরির রেকর্ড (চাকরিকালীন শৃঙ্খলা, ফৌজদারী এবং অডিট আপত্তি সংক্রান্ত তথ্য)** **১০ নম্বর**

(ক) মামলা সংক্রান্ত: ০৫
বিভাগীয় মামলা (চার্জশীটভুক্ত) না থাকলে/ফৌজদারী মামলা (চার্জশীটভুক্ত) না থাকলে

(খ) অডিট আপত্তি সংক্রান্ত: ০৫
ব্যক্তিগত গুরুতর (এসএফআই) অডিট আপত্তি না থাকলে

(৫) **বার্ষিক গোপনীয় অনুবেদন (বিগত ৫ বছরের এসিআর)** **৪০ নম্বর**

(৬) **সাক্ষাৎকার** **১৫ নম্বর**

মোট **১০০ নম্বর**

৬। **বাছাই কমিটি:**

রাষ্ট্রমালিকানাধীন বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও সিইও পদে চুক্তিভিত্তিক নিয়োগ, বিশেষায়িত ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের ব্যবস্থাপনা পরিচালক এবং রাষ্ট্রমালিকানাধীন বাণিজ্যিক ব্যাংক, বিশেষায়িত ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের উপব্যবস্থাপনা পরিচালক পদে পদোন্নতির নিমিত্ত উপযুক্ত প্রার্থী বাছাইয়ের জন্য নিম্নরূপ কমিটি থাকবে:

(১)	অর্থমন্ত্রী/ অর্থ উপদেষ্টা	সভাপতি
(২)	প্রধানমন্ত্রী/প্রধান উপদেষ্টার মুখ্য সচিব	সদস্য
(৩)	গভর্নর, বাংলাদেশ ব্যাংক	সদস্য
(৪)	সিনিয়র সচিব/ সচিব, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়	সদস্য
(৫)	সিনিয়র সচিব/সচিব, অর্থ বিভাগ	সদস্য
(৬)	সিনিয়র সচিব/সচিব, আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ	সদস্য
(৭)	অতিরিক্ত সচিব (কেন্দ্রীয় ও বাণিজ্যিক ব্যাংক অনুবিভাগ), আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ	সদস্য-সচিব

৭। **উপকমিটি:** রাষ্ট্রমালিকানাধীন বাণিজ্যিক ব্যাংক, বিশেষায়িত ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের ব্যবস্থাপনা পরিচালক, উপব্যবস্থাপনা পরিচালক পদে নিয়োগ ও পদোন্নতির ক্ষেত্রে বাছাই কমিটি প্রয়োজনে উপকমিটি গঠন করতে পারবে।

৮। **মহাব্যবস্থাপক পদে নিয়োগের ক্ষেত্রে অনুসরণীয় পদ্ধতি:**

(ক) আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ কর্তৃক রাষ্ট্রমালিকানাধীন বাণিজ্যিক ব্যাংক, বিশেষায়িত ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহে মহাব্যবস্থাপক পদে পদোন্নতি অথবা ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানে আন্তঃবদলির মাধ্যমে নিয়োগ ও পদায়ন করা হবে।

(খ) রাষ্ট্রমালিকানাধীন বাণিজ্যিক ব্যাংক, বিশেষায়িত ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানে উপমহাব্যবস্থাপক হিসেবে ০৩ (তিন) বছরের অভিজ্ঞতাসহ ৯ম গ্রেড হতে ন্যূনতম ১৮ (আঠারো) বছরের কর্ম-অভিজ্ঞদের পদোন্নতির জন্য বিবেচনা করা হবে। তবে প্রিন্সিপাল অফিসার পদে সরাসরি নিয়োগপ্রাপ্তদের ১৫ বছর, সিনিয়র প্রিন্সিপাল অফিসার পদে সরাসরি নিয়োগপ্রাপ্তদের ১২ বছর, সহকারী মহাব্যবস্থাপক পদে সরাসরি নিয়োগপ্রাপ্তদের ০৯ বছর এবং উপমহাব্যবস্থাপক পদে সরাসরি নিয়োগপ্রাপ্তদের ০৬ বছরের কর্মঅভিজ্ঞতা থাকতে হবে।

(গ) প্রার্থীর গোয়েন্দা প্রতিবেদন ও দুর্নীতি দমন কমিশনের প্রতিবেদন সংগ্রহ করে পর্যালোচনা করতে হবে।

(ঘ) প্রার্থীদের শিক্ষাগত যোগ্যতা, চাকরিকাল, ব্যাংকিং প্রফেশনাল পরীক্ষা, চাকরির রেকর্ড, বার্ষিক গোপনীয় অনুবেদন (এসিআর), সাক্ষাৎকারে প্রাপ্ত নম্বর, সততা, সুনাম, গোয়েন্দা প্রতিবেদন ও দুর্নীতি দমন কমিশনের প্রতিবেদন এবং বাংলাদেশ ব্যাংকের এতদ্ সংশ্লিষ্ট নির্দেশনা বিবেচনা করে অনুচ্ছেদ ৯ এ বর্ণিত বাছাই কমিটি মেধাক্রম অনুসারে মহাব্যবস্থাপক পদে পদোন্নতির সুপারিশ করবে।

(ঙ) পেশাগত ক্ষেত্রে CA/CMA/ACCA/MBM/CPA/CCNA/CISA/MPB/CFA/MAS ডিগ্রি অতিরিক্ত যোগ্যতা হিসেবে বিবেচিত হবে যা পদায়নের ক্ষেত্রে বিবেচনা করা যাবে।

(চ) বাছাই কমিটির সুপারিশের পরিপ্রেক্ষিতে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী/প্রধান উপদেষ্টার অনুমোদনক্রমে মহাব্যবস্থাপক পদে পদোন্নতি প্রদান করা হবে।

(ছ) ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানে আন্তঃবদলি ও পদায়ন মাননীয় অর্থমন্ত্রী/অর্থ উপদেষ্টার অনুমোদনক্রমে সম্পন্ন হবে।

(জ) কোনো কর্মচারীর উপর বিভাগীয় মামলায় দণ্ড আরোপ করা হলে আরোপিত দণ্ডের মেয়াদ শেষ হওয়ার পর থেকে লঘুদণ্ডের ক্ষেত্রে ০১ (এক) বৎসর এবং গুরুদণ্ডের ক্ষেত্রে ০২ (দুই) বৎসর পর্যন্ত তিনি পদোন্নতির যোগ্য হবে না।

(ঝ) মহাব্যবস্থাপক পদে পদোন্নতির নিমিত্ত বাছাই পদ্ধতি:

(১) বাছাই কমিটি পদোন্নতিযোগ্য প্রার্থীদের সাক্ষাৎকার গ্রহণ করবে;

(২) পদোন্নতিযোগ্য প্রার্থীদেরকে ১০০ নম্বরের নিম্নরূপ মানদণ্ডের ভিত্তিতে মূল্যায়ন করা হবে:

ক্র. নং	**মানদণ্ড**	**নম্বর**
(১)	শিক্ষাগত যোগ্যতা	১৫
(২)	ব্যাংক/আর্থিক প্রতিষ্ঠানে চাকরিকাল	১৫
(৩)	ব্যাংকিং প্রফেশনাল পরীক্ষা	০৫
(৪)	চাকরির রেকর্ড (চাকরিকালীন শৃঙ্খলা, ফৌজদারী এবং অডিট আপত্তি সংক্রান্ত তথ্য)	১০
(৫)	বার্ষিক গোপনীয় অনুবেদন (এসিআর)	৪০
(৬)	সাক্ষাৎকার গ্রহণ	১৫
	মোট	**১০০**

	(১) শিক্ষাগত যোগ্যতা	**নম্বর**
(ক)	স্নাতকোত্তর বা সমমানের ডিগ্রি	
	(১) প্রথম শ্রেণি বা সমমানের সিজিপিএ	৪
	(২) দ্বিতীয় শ্রেণি বা সমমানের সিজিপিএ	৩
	(৩) তৃতীয় শ্রেণি বা সমমানের সিজিপিএ	২

	(খ) স্নাতক সম্মান বা সমমানের ডিগ্রি	**নম্বর**	
	(১) প্রথম শ্রেণি বা সমমানের সিজিপিএ	৫	
	(২) দ্বিতীয় শ্রেণি বা সমমানের সিজিপিএ	৪	
	(৩) তৃতীয় শ্রেণি বা সমমানের সিজিপিএ	২	
	অথবা, স্নাতক (পাশ) বা সমমানের ডিগ্রি		
	(১) প্রথম বিভাগ বা সমমানের সিজিপিএ	৪	**১৫ নম্বর**
	(২) দ্বিতীয় বিভাগ বা সমমানের সিজিপিএ	৩	
	(৩) তৃতীয় বিভাগ বা সমমানের সিজিপিএ	২	
	(গ) উচ্চ মাধ্যমিক সার্টিফিকেট বা সমমানের ডিগ্রি		
	(১) প্রথম বিভাগ বা সমমানের জিপিএ	৩	
	(২) দ্বিতীয় বিভাগ বা সমমানের জিপিএ	২	
	(৩) তৃতীয় বিভাগ বা সমমানের জিপিএ	১	
	(ঘ) মাধ্যমিক সার্টিফিকেট বা সমমানের ডিগ্রি		
	(১) প্রথম বিভাগ বা সমমানের জিপিএ	৩	
	(২) দ্বিতীয় বিভাগ বা সমমানের জিপিএ	২	
	(৩) তৃতীয় বিভাগ বা সমমানের জিপিএ	১	
(২)	**ব্যাংক/আর্থিক প্রতিষ্ঠানে চাকরিকাল**		
	(ক) সহকারী মহাব্যবস্থাপক পদে (প্রতি বছরের জন্য ১.০০ নম্বর, ৬ মাস বা এর বেশী কিন্তু ১ বছরের কম এর জন্য ০.৫০ নম্বর)	(সর্বোচ্চ) ০৫	**১৫ নম্বর**
	(খ) মহাব্যবস্থাপক পদে (প্রতি বছরের জন্য ২.৫০ নম্বর, ৬ মাস বা এর বেশী কিন্তু ১ বছরের কম এর জন্য ১.২৫ নম্বর)	(সর্বোচ্চ) ১০	
(৩)	**ব্যাংকিং প্রফেশনাল পরীক্ষা**		
	(ক) প্রথম পর্ব (JAIBB)	২.৫০	**০৫ নম্বর**
	(খ) দ্বিতীয় পর্ব (AIBB)	২.৫০	
(৪)	**চাকরির রেকর্ড (চাকরিকালীন শৃঙ্খলা, ফৌজদারী এবং অডিট আপত্তি সংক্রান্ত তথ্য)**		**১০ নম্বর**
	(ক) মামলা সংক্রান্ত: বিভাগীয় মামলা (চার্জশীটভুক্ত) না থাকলে/ফৌজদারী মামলা (চার্জশীটভুক্ত) না থাকলে	০৫	
	(খ) অডিট আপত্তি সংক্রান্ত: ব্যক্তিগত গুরুতর (এসএফআই) অডিট আপত্তি না থাকলে	০৫	
(৫)	**বার্ষিক গোপনীয় অনুবেদন (বিগত ৫ বছরের এসিআর বিবেচনা করা হবে)**		**৪০ নম্বর**
(৬)	**সাক্ষাৎকার**		**১৫ নম্বর**
		মোট	**১০০ নম্বর**

৯। **মহাব্যবস্থাপক পদে পদোন্নতির নিমিত্ত বাছাই কমিটি:**

মহাব্যবস্থাপক পদে পদোন্নতির ক্ষেত্রে উপযুক্ত প্রার্থী বাছাইয়ের নিমিত্ত নিম্নরূপ কমিটি থাকবে:

(১)	গভর্নর, বাংলাদেশ ব্যাংক	সভাপতি
(২)	সিনিয়র সচিব/ সচিব, আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ	সদস্য
(৩)	অর্থ বিভাগের প্রতিনিধি (ন্যূনতম যুগ্মসচিব)	সদস্য
(৪)	নির্বাহী পরিচালক, বিআরপিডি, বাংলাদেশ ব্যাংক	সদস্য
(৫)	অতিরিক্ত সচিব/ যুগ্মসচিব (কেন্দ্রীয় ও বাণিজ্যিক ব্যাংক অনুবিভাগ), আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ	সদস্য-সচিব

১০। **মূল্যায়ন সীট (সাক্ষাৎকার নম্বর ব্যতীত) প্রস্তুত কমিটি:**

উপব্যবস্থাপনা পরিচালক এবং মহাব্যবস্থাপক পদে পদোন্নতির নিমিত্ত এ নীতিমালা অনুযায়ী মূল্যায়ন সীট (সাক্ষাৎকারের নম্বর ব্যতীত) প্রস্তুত করে সংশ্লিষ্ট বাছাই কমিটির নিকট উপস্থাপনের জন্য নিম্নবর্ণিত কমিটি থাকবে:

(১)	অতিরিক্ত সচিব/ যুগ্মসচিব (কেন্দ্রীয় ও বাণিজ্যিক ব্যাংক অনুবিভাগ), আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ	সভাপতি
(২)	যুগ্মসচিব/ উপসচিব (রাষ্ট্রমালিকানাধীন বাণিজ্যিক ব্যাংক অধিশাখা), আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ	সদস্য
(৩)	উপসচিব/সিনিয়র সহকারী সচিব (রাষ্ট্রমালিকানাধীন বাণিজ্যিক ব্যাংক শাখা-১), আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ	সদস্য-সচিব

নিয়োগ/পদোন্নতি/পদায়নের শর্তাবলি

১১। **বেতন ও ভাতাদি:** সরকার ঘোষিত জাতীয় বেতন স্কেল অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের প্রবিধানমালায় উল্লিখিত গ্রেড অনুযায়ী কর্মচারীগণ বেতন ও ভাতাদি প্রাপ্য হবেন। তবে চুক্তিভিত্তিক নিয়োগের ক্ষেত্রে রাষ্ট্রমালিকানাধীন বাণিজ্যিক ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও সিইও পদের বেতনভাতাদি চুক্তির শর্তাবলি দ্বারা নির্ধারিত হবে।

১২। **ছুটি:** ছুটি নির্ধারণের ক্ষেত্রে মূল ব্যাংক/আর্থিক প্রতিষ্ঠানের চাকরি প্রবিধানমালা প্রযোজ্য হবে।

১৩। **পেনশন/ গ্রাচুইটি, লিভ স্যালারী ও ভবিষ্য তহবিল:**

(ক) কর্মরত ব্যাংক/ আর্থিক প্রতিষ্ঠানের চাকরির প্রবিধানমালা অনুযায়ী অথবা প্রযোজ্য ক্ষেত্রে, নিয়োগ/চুক্তিপত্র অনুযায়ী উক্ত আর্থিক সুবিধাদি নির্ধারিত হবে। এ উদ্দেশ্যে চাকরির মেয়াদকাল প্রথম নিয়োগের দিন হতে গণনা করা হবে।

(খ) সংশ্লিষ্ট কর্মচারীর আবেদন অনুযায়ী কর্মরত ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠান অথবা মূল ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক পিআরএলকালীন বেতন-ভাতা ও লাম্পগ্র্যান্টসহ প্রাপ্য সকল অবসর সুবিধাদি প্রদান করা হবে। তবে যে সকল ব্যাংক/আর্থিক প্রতিষ্ঠানে তিনি কাজ করেছেন, সে সকল ব্যাংক/ আর্থিক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক পরবর্তীতে আনুপাতিক হারে উক্ত অবসর সংক্রান্ত সুবিধাদি ব্যাংক/ আর্থিক প্রতিষ্ঠানকে পরিশোধ করতে হবে।

১৪। **গোষ্ঠীবীমা ও অন্যান্য কল্যাণমূলক স্কীমের সুবিধাদি:** কোনো কর্মচারী চাকরিরত অবস্থায় মৃত্যুবরণ করলে মৃত্যুকালে যে ব্যাংক/ আর্থিক প্রতিষ্ঠানে কর্মরত ছিলেন, সে ব্যাংক/ আর্থিক প্রতিষ্ঠান হতে সংশ্লিষ্ট প্রবিধান/ বিধি-বিধান অনুযায়ী উক্ত সুবিধাদি প্রাপ্য হবেন।

১৫। **উৎসাহ বোনাস:** কোনো কর্মচারী সংশ্লিষ্ট আর্থিক বছরে একাধিক প্রতিষ্ঠানে কর্মরত থাকলে কর্মকালের আনুপাতিক হারে উক্ত ব্যাংক/ আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ হতে উৎসাহ বোনাস প্রাপ্য হবেন। চুক্তিভিত্তিক নিয়োগের ক্ষেত্রে চুক্তির শর্তাবলি প্রযোজ্য হবে।

১৬। **আবাসন সুবিধা:** ব্যাংক/আর্থিক প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব আবাসন সুবিধা না থাকলে অথবা কোনো আবাসিক বাসা বরাদ্দ দেয়া না হলে নিয়মানুযায়ী নির্ধারিত হারে বাড়ি ভাড়া প্রাপ্য হবেন। তবে চুক্তিভিত্তিক নিয়োগের ক্ষেত্রে চুক্তি শর্তানুযায়ী আবাসন সুবিধাদি প্রাপ্য হবেন।

১৭। **গাড়ি সুবিধা:** ব্যবস্থাপনা পরিচালক, উপব্যবস্থাপনা পরিচালক, ও মহাব্যবস্থাপকগণ স্ব স্ব ব্যাংকের প্রবিধানমালা অনুযায়ী গাড়ি ব্যবহারের সুবিধা পাবেন। চুক্তিভিত্তিক নিয়োগের ক্ষেত্রে চুক্তির শর্তানুযায়ী গাড়ি সুবিধাদি প্রাপ্য হবেন।

১৮। **জ্যেষ্ঠতা:**

(ক) সংশ্লিষ্ট ব্যাংক/ আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহে কর্মরত মহাব্যবস্থাপক, উপব্যবস্থাপনা পরিচালক ও ব্যবস্থাপনা পরিচালক পদে পদোন্নতির জন্য সংশ্লিষ্ট পদে তাঁদের নিয়মিতভাবে পদোন্নতি প্রদানের তারিখ হতে জ্যেষ্ঠতা গণনা করা হবে।

(খ) কোনো কর্মচারী যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে বৈদেশিক নিয়োগ, বিদেশে প্রশিক্ষণ, লিয়েনে কর্মরত থাকাকালীন তার পদোন্নতির বিষয়টি সংশ্লিষ্ট কমিটি/ বোর্ড কর্তৃক বিবেচনা করা হবে। তবে, পদোন্নতি কমিটি কর্তৃক পদোন্নতির জন্য সুপারিশপ্রাপ্ত হলে সংশ্লিষ্ট কর্মচারী বৈদিশিক চাকরি, বিদেশে প্রশিক্ষণ, লিয়েন ইত্যাদি শেষে যোগদান করলে জ্যেষ্ঠতাসহ তার পদোন্নতি কার্যকর হবে।

(গ) আর্থিক প্রতিস্ঠান বিভাগ কর্তৃক সংশ্লিষ্ট কর্মচারীগণের পদভিত্তিক জ্যেষ্ঠতা তালিকা সংরক্ষণ করা হবে।

১৯। **আচরণ ও শৃঙ্খলাজনিত কার্যধারা:** আচরণ ও শৃঙ্খলাজনিত বিষয়ে সংশ্লিষ্ট কর্মচারীগণ সরকারি কর্মচারী (আচরণ) বিধিমালা ১৯৭৯ ও সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিত হবে। চুক্তিভিত্তিক নিয়োগের ক্ষেত্রে চুক্তির শর্তাবলি প্রযোজ্য হবে।

২০। **পদত্যাগ:** 'সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা-২০১৮' এর আওতায় বা আদালতে কোনো মামলা চলমান না থাকলে বা সরকার এবং সংশ্লিষ্ট ব্যাংক/ আর্থিক প্রতিষ্ঠানের নিকট কোনো আর্থিক দায়-দেনা না থাকলে ১ (এক) মাসের নোটিশ প্রদান অথবা ১ (এক) মাসের বেতনের সমপরিমাণ অর্থ সমর্পণ করে নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষের অনুমোদন সাপেক্ষে কোনো ব্যবস্থাপনা পরিচালক, উপব্যবস্থাপনা পরিচালক ও মহাব্যবস্থাপক স্ব স্ব চাকরি হতে পদত্যাগ করতে পারবেন।

২১। **চাকরি হতে অব্যাহতি**: কোনো কর্মচারীকে চাকরি হতে অব্যাহতি প্রদানের ক্ষেত্রে "সরকারি চাকরি আইন, ২০১৮ " প্রযোজ্য হবে। চুক্তিভিত্তিক নিয়োগের ক্ষেত্রে চুক্তির শর্তাবলি প্রযোজ্য হবে।

২২। **অবসর গ্রহণ**: অবসর গ্রহণের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট কর্মচারীগণ "সরকারি চাকরি আইন, ২০১৮" দ্বারা নিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিত হবেন।

২৩। এ নীতিমালায় যে সকল বিষয় উল্লেখ করা হয়নি সে সকল বিষয়ে সরকারি কর্মচারীদের জন্য প্রযোজ্য বিধানাবলি এবং বাংলাদেশ ব্যাংকের জারীকৃত নির্দেশাবলি অনুসরণ করা হবে।

২৪। রাষ্ট্রমালিকানাধীন বাণিজ্যিক ব্যাংক, বিশেষায়িত ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের মহাব্যবস্থাপক ও তদূর্ধ্ব পদে নিয়োগ/ পদোন্নতি ও পদায়ন বিষয়ে এ সংক্রান্ত ইত:পূর্বে জারীকৃত সকল নীতিমালা এতদ্বারা বাতিল বলে গণ্য হবে।

২৫। এ নীতিমালা অবিলম্বে কার্যকর হবে।

নং ৫৩.০০.০০০০.০০০.৩১২.২২.০০০২.১৯.৩৫—রাষ্ট্রমালিকানাধীন ইসলামী ব্যাংক হিসেবে "সম্মিলিত ইসলামী ব্যাংক পিএলসি" গঠিত হওয়ায় উক্ত ব্যাংকে ব্যবস্থাপনা পরিচালক, উপব্যবস্থাপনা পরিচালক ও মহাব্যবস্থাপক পদে নিয়োগ ও পদায়ন করা সমীচীন ও প্রয়োজন মর্মে প্রতীয়মান হওয়ায় এ নীতিমালা প্রণয়ন করা হলো:

১। **শিরোনাম:** এ নীতিমালা **"রাষ্ট্রমালিকানাধীন সম্মিলিত ইসলামী ব্যাংক পিএলসি এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক, উপব্যবস্থাপনা পরিচালক ও মহাব্যবস্থাপক পদে নিয়োগ ও পদায়ন নীতিমালা-২০২৬"** নামে অভিহিত হবে।

২। **প্রযোজ্যতা:** চাকুরির প্রবিধানমালা প্রণীত না হওয়া পর্যন্ত এ নীতিমালা রাষ্ট্রমালিকানাধীন সম্মিলিত ইসলামী ব্যাংক এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক, উপব্যবস্থাপনা পরিচালক ও মহাব্যবস্থাপক/ সমমান পদে নিয়োগ ও পদায়নের জন্য প্রযোজ্য হবে।

৩। **রাষ্ট্রমালিকানাধীন সম্মিলিত ইসলামী ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক/সিইও পদে নিয়োগ ও পদায়নের ক্ষেত্রে অনুসরণীয় পদ্ধতি:**

(ক) বহুল প্রচারিত জাতীয় দৈনিক পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের মাধ্যমে উন্মুক্ত প্রতিযোগিতার ভিত্তিতে চুক্তিভিত্তিক নিয়োগ প্রদান করা হবে।

(খ) ব্যবস্থাপনা পরিচালক/সিইও পদে নিয়োগের ক্ষেত্রে নিম্নরূপ শিক্ষাগত যোগ্যতা থাকতে হবে:

(১) স্বীকৃত কোনো বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতকোত্তর বা মাস্টার্স ডিগ্রি। এক্ষেত্রে অর্থনীতি, ফাইন্যান্স, হিসাববিজ্ঞান, ব্যাংকিং, ম্যানেজমেন্ট বা ব্যবসায় প্রশাসন ইত্যাদি বিষয়সমূহ অগ্রাধিকার পাবে।

(২) CFA, FCA, CMA, CPA, ACCA, AIBB এবং ইসলামী অর্থনীতি/ ব্যাংকিং সংক্রান্ত আন্তর্জাতিক সার্টিফিকেশন (যেমন: CIPA, CSAA) অতিরিক্ত যোগ্যতা হিসেবে বিবেচিত হবে।

(৩) শিক্ষাজীবনের কোনো স্তরে তৃতীয় বিভাগ/ শ্রেণি অথবা সমতুল্য গ্রেড গ্রহণযোগ্য হবে না।

(গ) ব্যবস্থাপনা পরিচালক/সিইও পদে নিয়োগের ক্ষেত্রে নিম্নরূপ যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা থাকতে হবে:

(১) ব্যাংকিং খাতে কমপক্ষে ২০ (বিশ) বছরের অভিজ্ঞতাসহ ব্যাংকের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা পদে কর্মরত অথবা অবসরপ্রাপ্ত অথবা ব্যাংকের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা পদের অব্যবহিত পূর্ববর্তী পদে কমপক্ষে ০২ (দুই) বছরের কর্ম অভিজ্ঞতা সম্পন্ন হতে হবে।

(২) শরিয়াহ্ সম্মত ব্যাংকিং কার্যক্রম, শরিয়াহ্ গভর্ন্যান্স, শরিয়াহ্ ভিত্তিক ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা, ইসলামিক ফাইন্যান্স প্রোডাক্টস ও হিসাবায়ন সম্পর্কে পূর্ণাঙ্গ জ্ঞান থাকতে হবে।

(৩) ব্যাংক বা আর্থিক খাতে একীভূতকরণ ও অধিগ্রহণ সংক্রান্ত অভিজ্ঞতাকে অগ্রাধিকার দেয়া হবে।

(ঘ) ব্যবস্থাপনা পরিচালক/সিইও পদে সর্বোচ্চ ০৩ (তিন) বছর মেয়াদে চুক্তিভিত্তিক নিয়োগ প্রদান করা হবে। প্রয়োজনে সরকার ও পরিচালনা পর্ষদের সুপারিশ অনুযায়ী পুনঃনিয়োগ বিবেচনা করা যাবে।

(ঙ) সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির ন্যূনতম বয়স হবে ৪৫ (পঁয়তাল্লিশ) বছর এবং সর্বোচ্চ বয়স ৬৫ (পঁয়ষট্টি) বছর অতিক্রান্ত হলে ব্যবস্থাপনা পরিচালক/সিইও পদে অধিষ্ঠিত থাকতে পারবে না।

(চ) প্রার্থী ঋণখেলাপি, আর্থিক অনিয়ম, নিয়ন্ত্রক সংস্থার শর্তাবলি লঙ্ঘন, প্রতারণা, জালিয়াতি বা অন্য কোনো আর্থিক অপরাধে জড়িত থাকতে পারবে না।

(ছ) প্রার্থীকে দৃঢ় নেতৃত্ব, কার্যকর যোগাযোগ, কৌশলগত পরিকল্পনা এবং ইসলামিক মূল্যবোধসম্পন্ন নৈতিক নেতৃত্ব প্রদানে সক্ষম হতে হবে।

(জ) প্রার্থীর বিরুদ্ধে কোনো আইনগত অপরাধ, স্বার্থের সংঘাত বা ব্যাংকের সঙ্গে বিরোধপূর্ণ সম্পর্ক থাকতে পারবে না।

(ঝ) প্রার্থীকে আইটি নিরাপত্তা, সাইবার ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা এবং Anti-Money Laundering/Counter-Terrorist Financing মানদণ্ড সম্পর্কে পর্যাপ্ত ধারণা থাকতে হবে।

৪। **রাষ্ট্রমালিকানাধীন সম্মিলিত ইসলামী ব্যাংকের উপব্যবস্থাপনা পরিচালক পদে নিয়োগ ও পদায়নের ক্ষেত্রে অনুসরণীয় পদ্ধতি:**

(ক) জাতীয় দৈনিক পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের মাধ্যমে উন্মুক্ত প্রতিযোগিতার ভিত্তিতে উপব্যবস্থাপনা পরিচালক পদে নিয়োগ প্রদান করা যাবে।

(খ) উপব্যবস্থাপনা পরিচালক পদে সরাসরি নিয়োগের ক্ষেত্রে নিম্নরূপ শিক্ষাগত যোগ্যতা থাকতে হবে:

(১) স্বীকৃত কোনো বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতকোত্তর বা মাস্টার্স ডিগ্রি। এক্ষেত্রে অর্থনীতি, ফাইন্যান্স, হিসাববিজ্ঞান, ব্যাংকিং, ম্যানেজমেন্ট বা ব্যবসায় প্রশাসন ইত্যাদি বিষয়সমূহ অগ্রাধিকার পাবে।

(২) CFA, FCA, CMA, CPA, ACCA, AIBB এবং ইসলামী অর্থনীতি/ ব্যাংকিং সংক্রান্ত আন্তর্জাতিক সার্টিফিকেশন (যেমন: CIPA, CSAA) অতিরিক্ত যোগ্যতা হিসেবে বিবেচিত হবে।

(৩) শিক্ষাজীবনের কোনো স্তরে তৃতীয় বিভাগ/ শ্রেণি অথবা সমতুল্য গ্রেড গ্রহণযোগ্য হবে না।

(গ) উপব্যবস্থাপনা পরিচালক পদে নিয়োগের ক্ষেত্রে নিম্নরূপ যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা থাকতে হবে:

(১) ব্যাংকিং খাতে কমপক্ষে ১৯ (উনিশ) বছরের অভিজ্ঞতাসহ উপব্যবস্থাপনা পরিচালক পদের অব্যবহিত পূর্ববর্তী পদে কমপক্ষে ০২ (দুই) বছরের কর্ম-অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।

(২) শরিয়াহ্‌সম্মত ব্যাংকিং কার্যক্রম, শরিয়াহ্‌ গভর্ন্যান্স, শরিয়াহ্‌ ভিত্তিক ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা, ইসলামিক ফাইন্যান্স প্রোডাক্টস ও হিসাবায়ন সম্পর্কে পূর্ণাঙ্গ জ্ঞান থাকতে হবে।

(৩) ব্যাংক বা আর্থিক খাতে একীভূতকরণ ও অধিগ্রহণ সংক্রান্ত অভিজ্ঞতাকে অগ্রাধিকার দেয়া হবে।

(ঘ) উপব্যবস্থাপনা পরিচালক পদে সর্বোচ্চ ০৩ (তিন) বছর মেয়াদে চুক্তিভিত্তিক নিয়োগ প্রদান করা হবে। প্রয়োজনে সরকার ও পরিচালনা পর্ষদের সুপারিশ অনুযায়ী পুনঃনিয়োগ বিবেচনা করা যাবে।

(ঙ) চুক্তিভিত্তিক নিয়োগের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির ন্যূনতম বয়স হবে ৪৫ (পঁয়তাল্লিশ) বছর এবং সর্বোচ্চ বয়স ৬২ (বাষট্টি) বছর অতিক্রান্ত হলে উপব্যবস্থাপনা পরিচালক পদে অধিষ্ঠিত থাকতে পারবে না।

(চ) প্রার্থী ঋণখেলাপি, আর্থিক অনিয়ম, নিয়ন্ত্রক সংস্থার শর্তাবলি লঙ্ঘন, প্রতারণা, জালিয়াতি বা অন্য কোনো আর্থিক অপরাধে জড়িত থাকতে পারবে না।

(ছ) প্রার্থীকে দৃঢ় নেতৃত্ব, কার্যকর যোগাযোগ, কৌশলগত পরিকল্পনা এবং ইসলামিক মূল্যবোধসম্পন্ন নৈতিক নেতৃত্ব প্রদানে সক্ষম হতে হবে।

(জ) প্রার্থীর বিরুদ্ধে কোনো আইনগত অপরাধ, স্বার্থের সংঘাত বা ব্যাংকের সঙ্গে বিরোধপূর্ণ সম্পর্ক থাকতে পারবে না।

(ঝ) প্রার্থীকে আইটি নিরাপত্তা, সাইবার ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা এবং Anti-Money Laundering/Counter-Terrorist Financing মানদণ্ড সম্পর্কে পর্যাপ্ত ধারনা থাকতে হবে।

৫। **রাষ্ট্রমালিকানাধীন সম্মিলিত ইসলামী ব্যাংক পিএলসি এর মহাব্যবস্থাপক পদে নিয়োগ ও পদায়নের ক্ষেত্রে অনুসরণীয় পদ্ধতি:**

(ক) জাতীয় দৈনিক পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের মাধ্যমে উন্মুক্ত প্রতিযোগিতার ভিত্তিতে মহাব্যবস্থাপক পদে চুক্তিভিত্তিক নিয়োগ প্রদান করা যাবে।

(খ) প্রয়োজনে রাষ্ট্রায়ত্ব বাণিজ্যিক ব্যাংক, বিশেষায়িত ব্যাংক এবং আর্থিক প্রতিষ্ঠানে কর্মরত মহাব্যস্থাপকগণের মধ্য হইতে মাননীয় অর্থমন্ত্রী/ অর্থ উপদেষ্টার অনুমোদনক্রমে ইসলামী ব্যাংকিং কার্যক্রমে দক্ষতাসম্পন্ন কর্মকর্তাগণকে বদলির মাধ্যমেও সম্মিলিত ইসলামী ব্যাংক পিএলসি এর মহাব্যবস্থাপক পদে পদায়ন করা যাবে।

(গ) বিলুপ্ত ফার্স্ট সিকিউরিটি ইসলামী ব্যাংক পিএলসি, এক্সিম ব্যাংক পিএলসি, গ্লোবাল ইসলামী ব্যাংক পিএলসি, ইউনিয়ন ব্যাংক পিএলসি এবং সোস্যাল ইসলামী ব্যাংক পিএলসি এ কর্মরত সমপর্যায়ের কর্মকর্তাগণের মধ্য হতেও যোগ্যতা এবং উপযুক্ততার ভিত্তিতে নির্ধারিত পদ্ধতি অনুসরণপূর্বক মহাব্যবস্থাপক পদে নিয়োগ করা যাবে।

(ঘ) মহাব্যবস্থাপক পদে চুক্তিভিত্তিক নিয়োগের ক্ষেত্রে নিম্নরূপ শিক্ষাগত যোগ্যতা থাকতে হবে:

(১) স্বীকৃত কোনো বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতকোত্তর বা মাস্টার্স ডিগ্রি। এক্ষত্রে অর্থনীতি, ফাইন্যান্স, হিসাববিজ্ঞান, ব্যাংকিং, ম্যানেজমেন্ট বা ব্যবসায় প্রশাসন ইত্যাদি বিষয়সমূহ অগ্রাধিকার পাবে।

(২) CFA, FCA, CMA, CPA, ACCA, AIBB এবং ইসলামী অর্থনীতি/ ব্যাংকিং সংক্রান্ত আন্তর্জাতিক সার্টিফিকেশন (যেমন: CIPA, CSAA) অতিরিক্ত যোগ্যতা হিসেবে বিবেচিত হবে।

(৩) শিক্ষাজীবনের কোনো স্তরে তৃতীয় বিভাগ/ শ্রেণি অথবা সমতুল্য গ্রেড গ্রহণযোগ্য হবে না।

(ঙ) মহাব্যবস্থাপক পদে সরাসরি নিয়োগের ক্ষেত্রে নিম্নরূপ যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা থাকতে হবে:

(১) ব্যাংকিং খাতে কমপক্ষে ১৮ (আঠার) বছরের অভিজ্ঞতাসহ মহাব্যবস্থাপক পদের অব্যবহিত পূর্ববর্তী পদে কমপক্ষে ০২ (দুই) বছরের কর্ম-অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।

(২) শরিয়াহ্ সম্মত ব্যাংকিং কার্যক্রম, শরিয়াহ্ গভর্ন্যান্স, শরিয়াহ্ ভিত্তিক ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা, ইসলামিক ফাইন্যান্স প্রোডাক্টস ও হিসাবায়ন সম্পর্কে পূর্ণাঙ্গ জ্ঞান থাকতে হবে।

(৩) ব্যাংক বা আর্থিক খাতে একীভূতকরণ ও অধিগ্রহণ সংক্রান্ত অভিজ্ঞতাকে অগ্রাধিকার দেয়া হবে।

(চ) মহাব্যবস্থাপক পদে সর্বোচ্চ ০৩ (তিন) বছরের মেয়াদে চুক্তিভিত্তিক নিয়োগ প্রদান করা হবে। প্রয়োজনে সরকার ও পরিচালনা পর্ষদের সুপারিশ অনুযায়ী পুনঃনিয়োগ বিবেচনা করা যাবে।

(ছ) চুক্তিভিত্তিক নিয়োগের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির ন্যূনতম বয়স হবে ৪৫ (পঁয়তাল্লিশ) বছর এবং সর্বোচ্চ বয়স ৬০ (ষাট) বছর অতিক্রান্ত হলে মহাব্যবস্থাপক পদে অধিষ্ঠিত থাকতে পারবে না।

(জ) প্রার্থী ঋণখেলাপি, আর্থিক অনিয়ম, নিয়ন্ত্রক সংস্থার শর্তাবলি লঙ্ঘন, প্রতারণা, জালিয়াতি বা অন্য কোনো আর্থিক অপরাধে জড়িত থাকতে পারবে না।

(ঝ) প্রার্থীকে দৃঢ় নেতৃত্ব, কার্যকর যোগাযোগ, কৌশলগত পরিকল্পনা এবং ইসলামিক মূল্যবোধসম্পন্ন নৈতিক নেতৃত্ব প্রদানে সক্ষম হতে হবে।

(ঞ) প্রার্থীর বিরুদ্ধে কোনো আইনগত অপরাধ, স্বার্থের সংঘাত বা ব্যাংকের সঙ্গে বিরোধপূর্ণ সম্পর্ক থাকতে পারবে না।

(ট) প্রার্থীকে আইটি নিরাপত্তা, সাইবার ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা এবং Anti-Money Laundering/Counter-Terrorist Financing মানদণ্ড সম্পর্কে পর্যাপ্ত ধারণা থাকতে হবে।

৬। **অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ:** ব্যবস্থাপনা পরিচালক/সিইও, উপব্যবস্থাপনা পরিচালক এবং মহাব্যবস্থাপক পদে নিয়োগের নিমিত্ত নির্বাচিত প্রার্থীদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী/প্রধান উপদেষ্টার অনুমোদনক্রমে মনোনয়ন প্রদান করা হবে।

৭। ব্যবস্থাপনা পরিচালক/সিইও, উপব্যবস্থাপনা পরিচালক পদে চুক্তিভিত্তিক/সরাসরি নিয়োগের নিমিত্ত উপযুক্ত প্রার্থী বাছাইয়ের জন্য নিম্নরূপ বাছাই কমিটি থাকবে:

(১)	অর্থমন্ত্রী/ অর্থ উপদেষ্টা	সভাপতি
(২)	প্রধানমন্ত্রী/ প্রধান উপদেষ্টার মুখ্য সচিব	সদস্য
(৩)	গভর্নর, বাংলাদেশ ব্যাংক	সদস্য
(৪)	সিনিয়র সচিব/ সচিব, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়	সদস্য
(৫)	সিনিয়র সচিব/সচিব, অর্থ বিভাগ	সদস্য
(৬)	সিনিয়র সচিব/ সচিব, আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ	সদস্য
(৭)	চেয়ারম্যান, শরিয়াহ্ অ্যাডভাইজরি বোর্ড, বাংলাদেশ ব্যাংক	সদস্য
(৮)	অতিরিক্ত সচিব (কেন্দ্রীয় ও বাণিজ্যিক ব্যাংক অনুবিভাগ), আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ	সদস্য-সচিব

৮। ব্যবস্থাপনা পরিচালক/সিইও এবং উপব্যবস্থাপনা পরিচালক পদে নিয়োগের ক্ষেত্রে প্রয়োজনে উপকমিটি গঠন করা যাবে।

৯। মহাব্যবস্থাপক পদে নিয়োগের ক্ষেত্রে উপযুক্ত প্রার্থী বাছাইয়ের নিমিত্ত নিম্নরূপ বাছাই কমিটি থাকবে:

(১)	গভর্নর, বাংলাদেশ ব্যাংক	সভাপতি
(২)	সিনিয়র সচিব/ সচিব, আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ	সদস্য
(৩)	অর্থ বিভাগ এর প্রতিনিধি (ন্যূনতম যুগ্মসচিব)	সদস্য
(৪)	নির্বাহী পরিচালক, বিআরপিডি, বাংলাদেশ ব্যাংক	সদস্য
(৫)	শরিয়াহ্ অ্যাডভাইজরি বোর্ড, বাংলাদেশ ব্যাংক এর প্রতিনিধি	সদস্য
(৬)	অতিরিক্ত সচিব/ যুগ্মসচিব (কেন্দ্রীয় ও বাণিজ্যিক ব্যাংক অনুবিভাগ), আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ	সদস্য-সচিব

১০। **মূল্যায়ন সীট (সাক্ষাৎকার নম্বর ব্যতীত) প্রস্তুত কমিটি:**

ব্যবস্থাপনা পরিচালক/সিইও, উপব্যবস্থাপনা পরিচালক ও মহাব্যবস্থাপক পদে নিয়োগের নিমিত্ত এ নীতিমালা অনুযায়ী মূল্যায়ন সীট (সাক্ষাৎকারের নম্বর ব্যতীত) প্রস্তুত করে সংশ্লিষ্ট বাছাই কমিটির নিকট উপস্থাপনের জন্য নিম্নবর্ণিত কমিটি থাকবে:

(১)	অতিরিক্ত সচিব/ যুগ্মসচিব (কেন্দ্রীয় ও বাণিজ্যিক ব্যাংক অনুবিভাগ), আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ	সভাপতি
(২)	যুগ্মসচিব/ উপসচিব (বাণিজ্যিক ব্যাংক অধিশাখা), আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ	সদস্য
(৩)	উপসচিব/সি. সহকারী সচিব (বাণিজ্যিক ব্যাংক শাখা-১), আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ	সদস্য-সচিব

১১। **বাছাই পদ্ধতি:**

এই নীতিমালা ৭ এবং ৯ অনুচ্ছেদে উল্লিখিত বাছাই কমিটি নিম্নোক্ত বিষয় মূল্যায়নপূর্বক প্রার্থী বাছাই করবে:

- প্রার্থীর যোগ্যতা ও কর্মঅভিজ্ঞতা
- শরিয়াহ্ ভিত্তিক ব্যাংকিং দক্ষতা
- কৌশলগত নেতৃত্ব ও ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা সক্ষমতা
- সততা, সুনাম ও আচরণগত মান
- গোয়েন্দা প্রতিবেদন

১২। **নিয়োগ প্রদানের জন্য মনোনয়নের ধাপসমূহ:**

ধাপ-১: নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ: জাতীয় দৈনিক পত্রিকা/ওয়েবসাইটে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হবে।

ধাপ-২: আবেদনপত্র গ্রহণ ও প্রাথমিক বাছাই:

ব্যবস্থাপনা পরিচালক/ সিইও, উপব্যস্থাপনা পরিচালক এবং মহাব্যবস্থাপক পদে নিয়োগের ক্ষেত্রে প্রার্থীদের আবেদনপত্র, দাখিলকৃত তথ্যাবলি ও ন্যূনতম যোগ্যতা যাচাই করে প্রাথমিকভাবে সম্ভাব্য প্রার্থীদের সংক্ষিপ্ত তালিকা প্রস্তুত করা হবে যা মাননীয় অর্থমন্ত্রী/ অর্থ উপদেষ্টা কর্তৃক অনুমোদিত হবে।

ধাপ-৩: সাক্ষাৎকারের পূর্বে প্রয়োজনীয় তথ্যাদি সংগ্রহ:

বাছাই কামিটি কর্তৃক অনুমোদিত সংক্ষিপ্ত তালিকায় অন্তর্ভুক্ত প্রার্থীদের সাক্ষাৎকার গ্রহণের পূর্বে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে প্রার্থীদের নিম্নোক্ত পরিশিষ্ট মোতাবেক প্রমাণক/সনদের কপিসহ প্রয়োজনীয় তথ্যাবলি দাখিল করতে হবে:

- পরিশিষ্ট ক: ব্যক্তিগত তথ্যাবলি;
- পরিশিষ্ট খ: শিক্ষাগত যোগ্যতার বিস্তারিত বিবরণ;
- পরিশিষ্ট গ: পেশাগত ও বিশেষায়িত যোগ্যতার বিবরণ;
- পরিশিষ্ট ঘ: বিশেষ অভিজ্ঞতা;
- পরিশিষ্ট ঙ: ইসলামী ব্যাংকিং এবং শরিয়াহ্ গভর্নেন্স সম্পর্কিত অভিজ্ঞতার বিবরণ;
- পরিশিষ্ট চ: ভিশন ও কৌশলগত পরিকল্পনা সংক্রান্ত বিবরণ;
- পরিশিষ্ট ছ: সততা, অযোগ্যতা এবং উপযুক্ততা সংক্রান্ত ঘোষণাপত্র।

ধাপ-৪: পরিশিষ্ট ক থেকে ছ পর্যন্ত দাখিলকৃত কাগজপত্র মুল্যায়ন:

অনুচ্ছেদ-১০ এ উল্লিখিত মূল্যায়ন সীট (সাক্ষাৎকার নম্বর ব্যতীত) প্রস্তুত কমিটি ক্ষেত্র মতে অনুচ্ছেদ ৭ অথবা অনুচ্ছেদ ৯ মোতাবেক গঠিত সংশ্লিষ্ট বাছাই কমিটি কর্তৃক অনুমোদিত পদ্ধতিতে প্রার্থীদের পরিশিষ্ট ক থেকে ছ পর্যন্ত দাখিলকৃত কাগজপত্র মূল্যায়ন করবে এবং প্রত্যেক প্রার্থীর মূল্যায়ন প্রতিবেদন বাছাই কমিটির বরাবর দাখিল করবে।

ধাপ-৫: সাক্ষাৎকার গ্রহণ: ক্ষেত্র মতে অনুচ্ছেদ ৭ অথবা অনুচ্ছেদ ৯ মোতাবেক গঠিত সংশ্লিষ্ট বাছাই কমিটি কর্তৃক নির্ধারিত নির্দিষ্ট নম্বরের ভিত্তিতে প্রার্থীদের সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হবে।

ধাপ-৬: চূড়ান্ত নির্বাচন ও নিয়োগের জন্য মনোনয়ন প্রদান: অনুচ্ছেদ ১০ এ উল্লিখিত মূল্যায়ন সীট (সাক্ষাৎকার নম্বর ব্যতীত) প্রস্তুত কমিটি কর্তৃক দাখিলকৃত মূল্যায়ন প্রতিবেদন এবং ক্ষেত্র মতে অনুচ্ছেদ ৭ অথবা অনুচ্ছেদ ৯ মোতাবেক গঠিত সংশ্লিষ্ট বাছাই কমিটি কর্তৃক সাক্ষাৎকারে প্রাপ্ত নম্বরের ভিত্তিতে মনোনয়নের জন্য যোগ্য প্রার্থীদের সংক্ষিপ্ত তালিকা প্রস্তুত করা হবে। যোগ্য প্রার্থীদের গোয়েন্দা প্রতিবেদন সংগ্রহ করা হবে। গোয়েন্দা প্রতিবেদন সন্তোষজনক হলে মেধাক্রম অনুযায়ী অনুচ্ছেদ-৬ মোতবেক মাননীয় প্রধানমন্ত্রী/ মাননীয় প্রধান উপদেষ্টার অনুমোদনক্রমে মনোনয়নের জন্য সুপারিশ করা হবে।

ধাপ-৭: আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগের মনোনয়নের পর সম্মিলিত ইসলামী ব্যাংকের পরিচালনা পর্ষদ কর্তৃক নিয়োগ চূড়ান্ত করা হবে।

১৩। এ নীতিমালায় যে সকল বিষয় উল্লেখ করা হয়নি সেসকল বিষয়ে আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগের সিদ্ধান্ত প্রযোজ্য হবে এবং বাংলাদেশ ব্যাংকের জারীকৃত প্রাসংগিক নির্দেশনাবলি অনুসরণ করা হবে।

১৪। এ নীতিমালা অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ আজিমুদ্দিন বিশ্বাস এনডিসি
অতিরিক্ত সচিব।

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
প্রশাসন-১ শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ : ০৬ মাঘ ১৪৩২/২০ জানুয়ারি ২০২৬

নং **৪৪.০০.০০০০.০০০.০১৯.০১.০০০২.২৬-৫৭**—যেহেতু, আপনি জনাব রুমন চন্দ্র দেবনাথ, অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক (বর্তমানে ব্যক্তিগত কর্মকর্তা পদে পদোন্নতিপ্রাপ্ত এবং সাময়িক বরখাস্ত), বাংলাদেশ কনস্যুলেট জেনারেল, নিউইয়র্ক, যুক্তরাষ্ট্র এ পদায়ন করায় কর্মরত ছিলেন। নিয়োগের মেয়াদ শেষ হওয়ায় গত ০৩-০৯-২০২৪ তারিখ অপরাহ্নে আপনাকে যুক্তরাষ্ট্র হতে অবমুক্ত করা সত্ত্বেও অদ্যবধি সাবেক সুরক্ষা সেবা বিভাগ, বর্তমান কর্মস্থল স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে যোগদান না করায় সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৩(খ) ও (গ) অনুযায়ী যথাক্রমে 'অসদাচরণ' এবং 'পলায়ন' অভিযোগে একই বিধিমালা বিধি ৪(৩) (ঘ) অনুযায়ী আপনাকে চাকরি হতে 'সাময়িক বরখাস্ত' করে বিভাগীয় ৪/২০২৫ নম্বর মামলা রুজুপূর্বক অভিযোগনামা ও অভিযোগ বিবরণী প্রস্তুত করে জারি করা হয়;

যেহেতু, আপনার বিরুদ্ধে জারীকৃত অভিযোগনামা ও অভিযোগ বিবরণীর জবাব এবং ব্যক্তিগত শুনানী চাননি বিধায় আপনার বিরুদ্ধে আনীত 'অসদাচরণ' ও 'পলায়ন' সংক্রান্ত অপরাধ তদন্তের জন্য তদন্তকারী কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়। তদন্তকারী কর্মকর্তা প্রতিবেদন দাখিল করেন। প্রতিবেদনে আপনার বিরুদ্ধে আনীত 'অসদাচরণ' ও 'পলায়ন' এর অভিযোগদ্বয় প্রমাণিত হওয়ায় আপনাকে কেন গুরুদণ্ড প্রদান (চাকরি হতে বরখাস্তকরণ) করা হবে না এ মর্মে ২য় কারণ দর্শানো নোটিশ প্রদান করা হয়;

যেহেতু, ২য় কারণ দর্শানো নোটিশ প্রদান করা হলেও আপনি ২য় কারণ দর্শানো নোটিশের কোনো জবাব দাখিল করেননি সেহেতু, সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৭(১০) বিধি এবং পাবলিক সার্ভিস কমিশন (পরামর্শকরণ) রেগুলেশনস, ১৯৭৯ এর ৬নং রেগুলেশন মোতাবেক পরামর্শ প্রদানের জন্য বাংলাদেশ কর্মকমিশনকে অনুরোধ করা হয়। সে প্রেক্ষিতে বাংলাদেশ কর্মকমিশন সচিবালয় হতে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৪(৩) উপ-বিধি (১)(ঘ) 'চাকরি হইতে বরখাস্তকরণ' গুরুদণ্ড প্রদানের মতামত প্রেরণ করে;

যেহেতু, আপনার (জনাব রুমন চন্দ্র দেবনাথ, অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক, বর্তমানে ব্যক্তিগত কর্মকর্তা পদে পদোন্নতিপ্রাপ্ত এবং সাময়িক বরখাস্ত) বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৩(খ) ও (গ) অনুযায়ী যথাক্রমে 'অসদাচরণ' এবং 'পলায়ন' সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হয়েছে এবং পাবলিক সার্ভিস কমিশন (পরামর্শকরণ) রেগুলেশনস, ১৯৭৯ এর ৬নং রেগুলেশন মোতাবেক 'চাকরি হইতে বরখাস্তকরণ' গুরুদণ্ড আরোপের পরামর্শ প্রদান করেছে, সেহেতু আপনাকে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৪(৩) (ঘ) বিধি অনুযায়ী চাকরি হইতে বরখাস্তকরণ গুরুদণ্ড প্রদান করা হলো।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ আতাউর রহমান খান, এনডিসি
অতিরিক্ত সচিব।

শৃঙ্খলা-০৩ শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ : ০৫ মাঘ ১৪৩২/১৯ জানুয়ারি ২০২৬

নং **৪৪.০০.০০০০.০০০.২৩৬.২৭.০০১০.১৯.০৮**—যেহেতু, জনাব পার্থ গোপাল বণিক, সাবেক কারা উপ-মহাপরিদর্শক, সিলেট এর বিরুদ্ধে 'অসদাচরণ' এবং 'দুর্নীতি পরায়ণ' এর অভিযোগে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৩(খ) ও ৩(ঘ) বিধি অনুযায়ী বিভাগীয় মামলা নং ০৭/২০১৯ রুজু করে অভিযোগনামা ও অভিযোগ বিবরণী প্রেরণ করা হয়। অভিযুক্ত গত ২০-০২-২০২০ তারিখে অভিযোগনামার জবাব প্রদান করে ব্যক্তিগত শুনানির জন্য প্রার্থনা করেন। তিনি কারাগারে আটক থাকার কারণে তার ব্যক্তিগত শুনানি অনুষ্ঠিত হয়নি;

০২। যেহেতু, অভিযুক্ত কর্তৃক প্রদত্ত অভিযোগনামার জবাব সন্তোষজনক বিবেচিত না হওয়ায় সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৭(২)(ঘ) বিধিমতে অভিযোগ তদন্তের জন্য ০৩ (তিন) সদস্যবিশিষ্ট তদন্ত বোর্ড গঠন করা হয়। তদন্ত বোর্ড কর্তৃক গত ০৬-০৪-২০২২ তারিখে তদন্ত প্রতিবেদন দাখিল করা হয়;

৩। যেহেতু, তদন্ত বোর্ড কর্তৃক দাখিলকৃত তদন্ত প্রতিবেদনে তার বিরুদ্ধে আনীত 'অসদাচরণ' এবং 'দুর্নীতি পরায়ণ'-এর অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হয়নি মর্মে উল্লেখ করা হয়;

৪। সেহেতু, জনাব পার্থ গোপাল বণিক, সাবেক কারা উপ-মহাপরিদর্শক, সিলেট এর বিরুদ্ধে রুজুকৃত বিভাগীয় মামলা নং ০৭/২০১৯ এর দায় হতে অব্যাহতি প্রদান করা হল।

এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

নাসিমুল গনি
সিনিয়র সচিব।

শৃঙ্খলা-০৪ শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ : ০৬ মাঘ ১৪৩২/২০ জানুয়ারি ২০২৬

নং **৪৪.০০.০০০০.০০০.২৩৭.২৭.০০০৮.২৪.০৫**—যেহেতু, জনাব মো: আব্দুল্লাহ আল মামুন, পরিচালক, বিভাগীয় পাসপোর্ট ও ভিসা অফিস, সিলেট (বর্তমানে সাময়িক বরখাস্ত); পরিচালক ও অফিস প্রধান হিসেবে বিভাগীয় পাসপোর্ট ও ভিসা অফিস, আগারগাঁও, ঢাকায় কর্মকালীন প্রতিনিয়ত অনিয়ম, অসদাচরণ ও শৃঙ্খলা বহির্ভূত আচরণ সংঘটিত করেছেন। তার বিরুদ্ধে অফিসিয়াল সভায় যথাসময়ে উপস্থিত না হওয়া, অনুমতি ছাড়া কর্মস্থল ত্যাগ করা, কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বদলি সংক্রান্ত অধিদপ্তরের ন্যায়সংগত আদেশ অমান্য করে বদলিকৃত কর্মকর্তাকে অব্যাহতি প্রদান না করা, অফিসিয়াল মিটিংয়ে শৃঙ্খলা বহির্ভূত আচরণ করত উত্তেজনা সৃষ্টি করা, সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম Whatsapp গ্রুপে উস্কানিমূলক পোস্ট প্রদান করা, বিভাগীয় পাসপোর্ট ও ভিসা অফিস, আগারগাঁও, ঢাকায় দাপ্তরিক কাজের কোনো ধরনের ব্যতয় হলে কিংবা কোনো স্পর্শকাতর ঘটনা সংঘটিত হলে মহাপরিচালক-কে সময়মতো অবহিত না করা, উর্ধ্বতন কর্মকর্তার (ভারপ্রাপ্ত মহাপরিচালক) সাথে তর্কে লিপ্ত হয়ে নিয়ম বহির্ভূত কাজের জন্য চাপ সৃষ্টি করা ইত্যাদি অভিযোগ পাওয়া যায়। দীর্ঘদিন যাবৎ তার এই নিয়মবহির্ভূত ও শৃঙ্খলা পরিপন্থি আচরণ নিয়ন্ত্রণের জন্য বিভিন্ন সময়ে প্রশাসনিক ব্যবস্থা হিসেবে অধিদপ্তর হতে কারণ দর্শানোর নোটিশ জারি ও সতর্ক করা হয়, কিন্তু তার শৃঙ্খলার কোনো উন্নতি পরিলক্ষিত হয়নি;

০২। যেহেতু, গত ৩১-১২-২০২২ তারিখে ইমিগ্রেশন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তরের মহাপরিচালকের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত পূর্ব নির্ধারিত ত্রৈমাসিক সভায় যথাসময়ে উপস্থিত না হওয়ায় অধিদপ্তরের স্মারক নং-৫৮.০১.০০০০.১০১.১৮.০১৪.২০২২.০৯, তারিখ ০২-০১-২০২৩ এর মাধ্যমে তাকে দাপ্তরিক কাজে অধিকতর মনোযোগী ও যত্নবান হওয়ার জন্য নির্দেশনা প্রদান করা হয়;

৩। যেহেতু, তার এহেন আচরণ সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৩(খ) বিধি মোতাবেক 'অসদারচণ' এর শামিল বিধায় তার বিরুদ্ধে বিভাগীয় মামলা নং ০৫/২০২৪ রুজু করে ২৮-১১-২০২৪ তারিখে অভিযোগনামা ও অভিযোগ বিবরণী প্রেরণপূর্বক লিখিত জবাব দাখিলের জন্য বলা হয়। তিনি ১৮-১২-২০২৪ তারিখে অভিযোগনামার জবাব দাখিল করেন ও ব্যক্তিগত শুনানি প্রার্থনা করেন। গত ১৯-০১-২০২৫ তারিখে ব্যক্তিগত শুনানি অনুষ্ঠিত হয়। শুনানিঅন্তে তার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগসমূহ তদন্তের জন্য গত ১৮-০২-২০২৫ তারিখে জনাব সেখ ফরিদ আহমেদ, যুগ্মসচিব, সাবেক সুরক্ষা সেবা বিভাগ-কে তদন্তকারী কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়।

৪। যেহেতু, তদন্ত কর্মকর্তা তদন্ত প্রতিবেদন দাখিল করেন এবং তদন্ত প্রতিবেদনে আপনার বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা ২০১৮, এর ৩(খ) বিধি মোতাবেক যথাক্রমে 'অসদাচরণ' এর অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হয়েছে মর্মে মতামত প্রদান করেন;

৫। যেহেতু, তদন্ত প্রতিবেদন এবং বিভাগীয় মামলা সংশ্লিষ্ট নথি ও অন্যান্য কাগজপত্রসহ প্রাসঙ্গিক সকল বিষয় পর্যালোচনায় তার বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৩(খ) বিধি অনুযায়ী 'অসদাচরণ' এর অভিযোগে একই বিধিমালার ৪(৩) (ঘ) বিধি মোতাবেক তাকে 'চাকরি হইতে বরখাস্তকরণ' সূচক গুরুদণ্ড আরোপের প্রাথমিক সিদ্ধান্ত গ্রহণক্রমে দ্বিতীয় কারণ দর্শানোর নোটিশ জারি করে ৭ (সাত) কার্য দিবসের মধ্যে জবাব প্রদানের নির্দেশ দেওয়া হয়;

৬। যেহেতু, অভিযুক্ত কর্মকর্তা গত ১৯-০৮-২০২৫ তারিখে ২য় কারণ দর্শানোর নোটিশের জবাব দাখিল করেন। জবাব সন্তোষজনক বিবেচিত না হওয়ায় জনাব মোঃ আব্দুল্লাহ আল মামুন-কে 'চাকরি হইতে বরখাস্তকরণ' গুরুদণ্ড আরোপের প্রাথমিক সিদ্ধান্ত বহাল রাখা হয়;

৭। যেহেতু, প্রস্তাবিত গুরুদণ্ড আরোপের বিষয়ে বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন এর মতামত চাওয়া হলে বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন জনাব মোঃ আব্দুল্লাহ আল মামুন-কে 'চাকরি হইতে বরখাস্তকরণ' গুরুদণ্ড আরোপের বিষয়ে এ মন্ত্রণালয় কর্তৃক গৃহীত প্রাথমিক সিদ্ধান্তের সঙ্গে একমত পোষণ করেন;

৮। সেহেতু, সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা ২০১৮ এর ৩(খ) বিধি মোতাবেক 'অসদাচরণ' এর অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ায় একই বিধিমালা'র ৪(৩) (ঘ) বিধি মোতাবেক জনাব মোঃ আব্দুল্লাহ আল মামুন, পরিচালক, বিভাগীয় পাসপোর্ট ও ভিসা অফিস, সিলেট (বর্তমানে সাময়িক বরখাস্ত)-কে সরকারি চাকরি হতে বরখাস্ত করা হলো।

এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

নাসিমুল গনি
সিনিয়র সচিব।

আইন-২ শাখা

প্রজ্ঞাপনসমূহ

তারিখ : ০৪ মাঘ ১৪৩২ বঙ্গাব্দ/১৮ জানুয়ারি ২০২৬ খ্রিষ্টাব্দ

নং **৪৪.০০.০০০০.০০০.০৫৬.২২.০০০১.২৪.৬**—আদিষ্ট হয়ে রাজশাহী জেলার কাশিয়াডাঙ্গা থানার মামলা নং-১৬, তারিখ: ২০-০২-২০২৫ খ্রি.,-এর ঘটনাস্থল হতে জব্দকৃত আলামত পরীক্ষান্তে ও পুলিশী তদন্তে আসামিরা সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯-এর ৯(৩) ধারার অপরাধে জড়িত মর্মে প্রাথমিকভাবে প্রমাণিত হওয়ায় মামলাটি বিচারার্থে আমলে গ্রহণের লক্ষ্যে উক্ত আইনের ৪০(২) ধারার বিধান মোতাবেক এতদ্বারা সরকারের পূর্বানুমোদন (Sanction) জ্ঞাপন করা হলো।

নং **৪৪.০০.০০০০.০০০.০৫৬.২২.০০০১.২৪.৭**—আদিষ্ট হয়ে রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলার বিলাইছড়ি থানার এফআইআর নং-২, তারিখ: ২৬-০৬-২০২৩ খ্রি.,-এর ঘটনাস্থল হতে প্রাপ্ত জব্দকৃত আলামত পরীক্ষান্তে ও পুলিশী তদন্তে আসামিরা সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯-এর ৬(২)/১২ ধারার অপরাধে জড়িত মর্মে প্রাথমিকভাবে প্রমাণিত হওয়ায় মামলাটি বিচারার্থে আমলে গ্রহণের লক্ষ্যে উক্ত আইনের ৪০(২) ধারার বিধান মোতাবেক এতদ্বারা সরকারের পূর্বানুমোদন (Sanction) জ্ঞাপন করা হলো।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

নাইমা আফরোজ ইমা
সিনিয়র সহকারী সচিব।

পুলিশ-১ শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ : ০৬ মাঘ ১৪৩২ বঙ্গাব্দ/২০ জানুয়ারি ২০২৬ খ্রিষ্টাব্দ

নং **৪৪.০০.০০০০.০০০.০৯৪.২৭.০০২৬.২১.৮৩**—যেহেতু, জনাব টুটুল চক্রবর্তী, বিপিএম-সেবা, (বিপি-৭২০১০৫৬০৮৯), অতিরিক্ত ডিআইজি, রেঞ্জ ডিআইজি'র কার্যালয়, রাজশাহীতে সংযুক্ত ছুটিতে গমনের উদ্দেশ্যে প্রস্থান প্রতিবেদন দাখিল না করে নির্ধারিত সময়ের পূর্বে কর্মস্থল ত্যাগ ও নিজেকে ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা হিসেবে পরিচয় প্রদান করেছেন যা সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৩(খ) অনুসারে 'অসদাচরণ' এর শামিল;

সেহেতু, জনাব টুটুল চক্রবর্তী, বিপিএম-সেবা, (বিপি-৭২০১০৫৬০৮৯), অতিরিক্ত ডিআইজি, রেঞ্জ ডিআইজি'র কার্যালয়, রাজশাহীতে সংযুক্ত-কে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৩(খ) অনুসারে 'অসদাচরণ' এর অভিযোগে অভিযুক্ত হওয়ায় বিধি ১২ উপবিধি (১) অনুযায়ী সরকারী চাকরি হতে সাময়িক বরখাস্ত করা হলো;

সাময়িক বরখাস্তকালীন তিনি বিধি মোতাবেক খোরপোষ ভাতা প্রাপ্য হবেন;

জনস্বার্থে এ আদেশ জারি করা হলো।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

নাসিমুল গনি
সিনিয়র সচিব।

আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়
আইন ও বিচার বিভাগ
বিচার শাখা-৭
আদেশ

তারিখ : ০৫ মাঘ ১৪৩২/১৯ জানুয়ারি ২০২৬

নং **১০.০০.০০০০.১৩১.১১.০৬০.২০০৪-১৩**—মুসলিম বিবাহ ও তালাক (নিবন্ধন) আইন, ১৯৭৪ (১৯৭৪ সনের ৫২ নং আইন) এর ৪ ধারায় প্রদত্ত ক্ষমতাবলে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার সন্তুষ্ট হইয়া আপনাকে জনাব মোঃ ছাদেকুজ্জামান, জন্ম তারিখ ০১-০৩-১৯৮১ পিতা: মৃত আব্দুছ ছালেক, মাতা: তৈয়বা বেগম, গ্রাম-সাতগিরি, ডাকঘর-বামনডাঙ্গা, উপজেলা-সুন্দরগঞ্জ, জেলা-গাইবান্ধা। এই আইন ও উহার অধীন প্রণীত বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে গাইবান্ধা জেলার সুন্দরগঞ্জ উপজেলা, ০১ নং বামনডাঙ্গা ইউনিয়নের জন্য বিবাহ ও তালাক সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি কর্তৃক মৌখিক বা লিখিত আবেদনের প্রেক্ষিতে উক্ত বিবাহ ও তালাক নিবন্ধনের ক্ষমতা প্রদান করিল।

২। এই আইন ও উহার অধীন প্রণীত বিধিমালার বিধানসমূহ যথাযথভাবে প্রতিপালন করা আপনার দায়িত্ব হইবে।

৩। সরকার বাতিল বা স্থগিত না করা পর্যন্ত অথবা লাইসেন্সধারী ব্যক্তির বয়স ৬৭ (সাতষট্টি) বৎসর না হওয়া পর্যন্ত এই লাইসেন্স বলবৎ থাকিবে:

তবে শর্ত থাকে যে, সরকার যে কোনো সময় লাইসেন্সধারী ব্যক্তির উক্ত বয়স পুন:নির্ধারণ করিতে পারিবে।

উল্লেখ্য, বণিত বিষয়ে কোনো উপযুক্ত আদালতের কোনোরূপ স্থগিতাদেশ/নিষেধাজ্ঞা/স্থিতাবস্থা থাকিলে এই নিয়োগ আদেশ স্থগিত বলিয়া গণ্য হইবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ আবদুল ওয়াহাব
সিনিয়র সহকারী সচিব।

প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়
ডি-১ শাখা
প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ০১ মাঘ ১৪৩২/১৫ জানুয়ারি ২০২৬

নং ২৩.০০.০০০০.০১০.২৩.০০১.২৪-১২—যুক্তরাষ্ট্র এবং সেন্ট্রাল আফ্রিকান রিপাবলিক-এ বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর নিম্নবর্ণিত সদস্যগণের অসামান্য অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ তাদের প্রাপ্ত পদক ও রিবন গ্রহণ এবং সকল সামরিক পোশাকের সাথে পরিধানের অনুমোদন প্রদান করা হলো:

ক্রমিক	বিএ নম্বর	পদবি	নাম	কোর/রেজি:	পদকের ধরন	পদক প্রদানকৃত রাষ্ট্র	মন্তব্য
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)	(৮)
১।	বিএ-৪৪৪৩	ব্রিগেডিয়ার জেনারেল	মোঃ সাহেদুল ইসলাম, এনডিসি, এইচডিএমসি, পিএসসি, এমফিল	-	Legion of Merit Degree of Officer	মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র	
২।	বিএ-৪৭৭৬	ব্রিগেডিয়ার জেনারেল	ইমতাজ উদ্দিন, এনডিসি, পিএসসি	-	সম্মানসূচক রাষ্ট্রপতি পদক	সেন্ট্রাল আফ্রিকান রিপাবলিক	
৩।	বিএ-১০০৯৪৪	ব্রিগেডিয়ার জেনারেল	এস এম নুরুল ইরফান এমফিল, এমপিএইচ	-	সম্মানসূচক রাষ্ট্রপতি পদক	সেন্ট্রাল আফ্রিকান রিপাবলিক	
৪।	বিএ-৫৬৯৭	ব্রিগেডিয়ার জেনারেল	মোঃ রফিকুল ইসলাম, এএফডব্লিউসি, পিএসসি	-	সম্মানসূচক রাষ্ট্রপতি পদক	সেন্ট্রাল আফ্রিকান রিপাবলিক	
৫।	বিএ-৭০৬১	লে: কর্নেল	মোঃ মাহবুবুল আলম, পিএসসি	পদাতিক	সম্মানসূচক রাষ্ট্রপতি পদক	সেন্ট্রাল আফ্রিকান রিপাবলিক	
৬।	বিএ-৭৩৪৩	মেজর	মোঃ মাহফুজুর রহমান চৌধুরী, এসবিপি	পদাতিক	সম্মানসূচক রাষ্ট্রপতি পদক	সেন্ট্রাল আফ্রিকান রিপাবলিক	
৭।	বিএ-৮১৪৩	মেজর	মোঃ মাহমুদুল হাসান	পদাতিক	সম্মানসূচক রাষ্ট্রপতি পদক	সেন্ট্রাল আফ্রিকান রিপাবলিক	
৮।	বিএ-৯৬৪৫	মেজর	মোঃ দিদার হোসেন, জিএল	আর্টিলারি	সম্মানসূচক রাষ্ট্রপতি পদক	সেন্ট্রাল আফ্রিকান রিপাবলিক	
৯।	বিএ-১০৩৭৫	মেজর	মঈনুল ইসলাম	পদাতিক	সম্মানসূচক রাষ্ট্রপতি পদক	সেন্ট্রাল আফ্রিকান রিপাবলিক	
১০।	বিএ-১০৩০২	ক্যাপ্টেন	সিরাজাম মুনিরা পৃথা	সিগস্	সম্মানসূচক রাষ্ট্রপতি পদক	সেন্ট্রাল আফ্রিকান রিপাবলিক	
১১।	বিএ-১০৪৬২	ক্যাপ্টেন	মোঃ আব্দুল কাদের, এসপিপি	পদাতিক	সম্মানসূচক রাষ্ট্রপতি পদক	সেন্ট্রাল আফ্রিকান রিপাবলিক	
১২।	বিএ-১০৫৭৩	ক্যাপ্টেন	ফাইরুজ ওয়াসিমা বিনতে হাবিব	ইঞ্জিনিয়ার্স	সম্মানসূচক রাষ্ট্রপতি পদক	সেন্ট্রাল আফ্রিকান রিপাবলিক	

(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)	(৮)
১৩।	নম্বর ১৪৪৪৮২৯	সার্জেন্ট	মোঃ জাকির হোসেন	ইঞ্জিনিয়ার্স	সম্মানসূচক রাষ্ট্রপতি পদক	সেন্ট্রাল আফ্রিকান রিপাবলিক	
১৪।	নম্বর ৪৫২১৪১৪	সৈনিক	মোঃ শেখ সাদী	বীর	সম্মানসূচক রাষ্ট্রপতি পদক	সেন্ট্রাল আফ্রিকান রিপাবলিক	

২। উল্লিখিত পদকের সাথে কোনো প্রকার ভাতার সংশ্লিষ্টতা নেই এবং সেনাবাহিনীতে চাকুরীরত অবস্থায় ও চাকুরি শেষে অবসর গমনের পর এই পদকের জন্য কোনো প্রকার পদক ভাতা প্রাপ্য হবেন না।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ সাইফুল ইসলাম
উপসচিব।

ভূমি মন্ত্রণালয়
জরিপ-২ শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ২১ পৌষ ১৪৩২ বঙ্গাব্দ/০৫ জানুয়ারি ২০২৬ খ্রিষ্টাব্দ

নং **৩১.০৩৬.০৩১.০০.০০.০৯৬.২০১০.০৪**—অর্থ বিভাগের ২১-১২-২০২৫ তারিখের ০৭.০০.০০০০.১৭২.৩২.০২৪.২১-৪১১ নং পত্র মোতাবেক ভূমি মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন ০৩(তিন) পার্বত্য জেলায় কর্মরত সার্কেল চিফ, হেডম্যান ও কারবারিদের জনপ্রতি মাসিক সম্মানী ভাতা নিম্নোক্ত হারে ও নিম্নোক্ত শর্তে পুনঃ নির্ধারণ করা হলোঃ

ক্রমিক নং	পদবি	অর্থ বিভাগ কর্তৃক নির্ধারিত হার
০১	সার্কেল চিফ	২০,০০০/-
০২	হেডম্যান	২,০০০/-
০৩	কারবারি	১,০০০/-

শর্তাবলি:

ক. এ ব্যয়ে যাবতীয় আর্থিক বিধিবিধান প্রতিপালন করতে হবে;

খ. নিজস্ব Resource ceiling -এর মধ্যে এ ব্যয় নির্বাহ করতে হবে, এ বাবদ কোনো অতিরিক্ত বরাদ্দ দাবি করা যাবে না;

গ. এ ব্যয়ে কোনো আর্থিক অনিয়ম পরিলক্ষিত হলে পরিশোধকারী কর্তৃপক্ষ দায়ী থাকবে; এবং

ঘ. আদেশ জারির তারিখ হতে এ হার কার্যকর হবে।

০২। যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে এ আদেশ জারি করা হলো।

মোঃ ইব্রাহীম মিয়াজী
সহকারী সচিব।

পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
রাষ্ট্রাচার অনুবিভাগ
রাষ্ট্রাচার (নীতি) শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ০৪ মাঘ ১৪৩২ বঙ্গাব্দ/১৮ জানুয়ারি ২০২৬ খ্রিষ্টাব্দ

নং **১৯.০০.০০০০.৭১৫.৩৮.৩৩৬.২৫-১৬৮৭**—International Maize and Wheat Improvement Center (CIMMYT)-এর আবেদনের প্রেক্ষিতে ২৫ এপ্রিল ২০২২ তারিখে International Maize and Wheat Improvement Center (CIMMYT) -কে আন্তর্জাতিক সংস্থা হিসেবে স্বীকৃতি প্রদান করা হলো।

০২। যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে এ আদেশ জারি করা হলো।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

আরিফ মোহাম্মাদ
রাষ্ট্রাচার উপপ্রধান (নীতি)।

প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়
শৃঙ্খলা, বিধি ও মতামত শাখা

প্রজ্ঞাপনসমূহ

তারিখ: ০৯ পৌষ ১৪৩২ বঙ্গাব্দ/২৪ ডিসেম্বর ২০২৫ খ্রিষ্টাব্দ

নং **৪৯.০০.০০০০.০৫০.২৭.০২৫.২৪-১৯০**—যেহেতু, জনাব মোঃ মহিবুল ইসলাম, অধ্যক্ষ (ভারপ্রাপ্ত), কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, পীরগঞ্জ, রংপুর-এর বিরুদ্ধে উক্ত কেন্দ্রে প্রাক-বর্হিগমন ওরিয়েন্টেশন (পিডিও) কোর্স পরিচালনায় অনিয়ম, পিডিও কোর্সের ক্লাস পরিচালনায় রিসোর্স পার্সন নিয়োগ না করা, দালালদের মাধ্যমে বিভিন্ন জেলায় বিদেশ গমনেচ্ছুদের পিডিও কোর্সে ভর্তি দেখিয়ে প্রশিক্ষণ না দিয়ে আর্থিক সুবিধা ও সনদায়ন করা , পিডিও কোর্সের আয় ব্যয়ের নথি যথাযথভাবে সংরক্ষণ না করার বিষয়ে আনীত অভিযোগের ভিত্তিতে সরেজমিনে পরিদর্শনপূর্বক অনিয়মের বিষয়টি বিএমইটি কর্তৃক তদন্তে প্রমাণিত হওয়ায় তাঁর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৩(খ) বিধি অনুযায়ী 'অসদাচরণ' -এর অভিযোগে এ মন্ত্রণালয় হতে গত ২৪-১১-২০২৪ তারিখের ৪৯.০০.০০০০.০৫০.২৭.০২৫.২৪-১৯১ নং পত্রের মাধ্যমে বিভাগীয় মামলা রুজুপূর্বক কৈফিয়ত তলব করা হয় এবং একই সাথে তিনি ব্যক্তিগত শুনানীতে অংশগ্রহণের ইচ্ছা পোষণ করেন কিনা তাও নির্ধারিত সময়ের মধ্যে লিখিতভাবে জানানোর জন্য নির্দেশ প্রদান করা হয়; এবং

০২। যেহেতু, অভিযুক্ত কর্মকর্তা ১১-১২-২০২৪ খ্রি. তারিখে লিখিতভাবে কারণ দর্শানোর জবাব দাখিলপূর্বক ব্যক্তিগত শুনানীর প্রার্থনা করলে ২৩-০১-২০২৫ তারিখে তাঁর ব্যক্তিগত শুনানী গ্রহণ করা হয় এবং ব্যক্তিগত শুনানীঅন্তে অভিযোগের বিষয়ে বিস্তারিত তদন্তের প্রয়োজন রয়েছে মর্মে প্রতীয়মান হওয়ায় আনীত অভিযোগ তদন্তের জন্য সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৭(২)(ঘ) বিধি অনুযায়ী তদন্ত বোর্ড গঠন করা হয়; এবং

০৩। যেহেতু, বিস্তারিত তদন্ত শেষে গত ০৪-০৮-২০২৫ তারিখে তদন্ত বোর্ড কর্তৃক দাখিলকৃত তদন্ত প্রতিবেদনে **জনাব মোঃ মহিবুল ইসলাম, অধ্যক্ষ (ভারপ্রাপ্ত), কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, পীরগঞ্জ, রংপুর-**এর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৩(খ) বিধি অনুযায়ী 'অসদাচরণ' এর অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হয়েছে মর্মে তদন্ত বোর্ড উল্লেখ করেন; এবং

০৪। যেহেতু, সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ অনুযায়ী যথাযথভাবে সকল প্রক্রিয়া অনুসরণ শেষে **জনাব মোঃ মহিবুল ইসলাম, অধ্যক্ষ (ভারপ্রাপ্ত), কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, পীরগঞ্জ, রংপুর-এর বিরুদ্ধে** আনীত 'অসদাচরণ' এর অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হওয়ায় তাঁকে দোষী সাব্যস্ত করত একই বিধিমালার ৭(৮) বিধি অনুসরণক্রমে কেন তাঁকে 'চাকুরি হতে বরখাস্তকরণ' বা বিধিতে বর্ণিত যে কোনো গুরুদণ্ড আরোপ করা হবে না-তা জানতে চেয়ে গত ১০-০৯-২০২৫ তারিখে দ্বিতীয় কারণ দর্শানো নোটিশ প্রেরণ করা হয় এবং তিনি গত ২০-১০-২০২৫ তারিখে দ্বিতীয় কারণ দর্শানোর নোটিশের জবাব দাখিল করেন এবং তাঁর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ অস্বীকার করেন; এবং

০৫। যেহেতু, অভিযোগনামা ও অভিযোগ বিবরণী, ব্যক্তিগত শুনানীতে প্রদত্ত উভয় পক্ষের বক্তব্য, তদন্ত প্রতিবেদন, দ্বিতীয় কারণ দর্শানো নোটিশের জবাব এবং নথির অন্যান্য কাগজপত্র ও প্রমাণক পর্যালোচনায় **জনাব মোঃ মহিবুল ইসলাম, অধ্যক্ষ (ভারপ্রাপ্ত), কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, পীরগঞ্জ, রংপুর-এর বিরুদ্ধে** আনীত সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৩(খ) বিধি অনুযায়ী 'অসদাচরণ'-এর অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হয়; এবং

০৬।সেহেতু, **জনাব মোঃ মহিবুল ইসলাম, অধ্যক্ষ (ভারপ্রাপ্ত), কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, পীরগঞ্জ, রংপুর-** কে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৩(খ) বিধি অনুযায়ী 'অসদাচরণ' এর অভিযোগে দোষী সাব্যস্ত করা হলো। সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৪(২)(ক) বিধি অনুযায়ী **জনাব মোঃ মহিবুল ইসলাম, অধ্যক্ষ (ভারপ্রাপ্ত), কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, পীরগঞ্জ, রংপুর-** কে **"তিরস্কার"** সূচক লঘুদণ্ড প্রদান করা হলো। এই দণ্ডাদেশ প্রজ্ঞাপন জারির তারিখ হতে ০১ (এক) বছর বলবৎ থাকবে।

০৮। জনস্বার্থে জারীকৃত এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

নং**৪৯.০০.০০০০.০৫০.২৭.০২৪.২৫-১৯১**—যেহেতু, **প্রকৌশলী এস এম ইমদাদুল হক, অধ্যক্ষ, টিটিসি, বগুড়া (প্রাক্তন অধ্যক্ষ, টিটিসি, পাবনা)**-এর বিরুদ্ধে কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র পাবনায় অধ্যক্ষ থাকাকালীন সময়ে উক্ত কেন্দ্রে কর্মরত কর্মকর্তা/কর্মচারীগণ কর্তৃক আনীত অসৌজন্যমূলক আচরণ, স্বজনপ্রীতি ও অনিয়মের অভিযোগের বিষয়টি বিএমইটি কর্তৃক তদন্তে প্রমাণিত হওয়ায় সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৩(খ) বিধি অনুযায়ী 'অসদাচরণ' এর অভিযোগে এ মন্ত্রণালয় হতে গত ১২-১০-২০২৫ তারিখের ৪৯.০০.০০০০.০৫০.২৪.২৫.১২১ নং পত্রের মাধ্যমে বিভাগীয় মামলা রুজুপূর্বক কৈফিয়ত তলব করা হয় এবং একই সাথে তিনি ব্যক্তিগত শুনানীতে অংশগ্রহণের ইচ্ছা পোষণ করেন কিনা তাও নির্ধারিত সময়ের মধ্যে লিখিতভাবে জানানোর জন্য নির্দেশ প্রদান করা হয়। তিনি লিখিত জবাব দাখিল করেন; এবং

০২। যেহেতু, অভিযুক্ত কর্মকর্তা গত ২২-১০-২০২৫ তারিখে লিখিতভাবে কারণ দর্শানোর জবাব দাখিলপূর্বক ব্যক্তিগত শুনানী প্রার্থনা করেন। গত ২৬-১১-২০২৫ তারিখে তার ব্যক্তিগত শুনানীর গ্রহণ করা হয় এবং শুনানীকালে রাষ্ট্রপক্ষের নথি উপস্থাপনকারী কর্মকর্তার বক্তব্য শ্রবণ করা হয়। শুনানীকালে বিভাগীয় মামলায় অভিযোগ, উভয় পক্ষের বক্তব্য, দাখিলকৃত জবাব, তথ্য প্রমাণ ও প্রাসঙ্গিক বিষয়াদি পর্যালোচনা করা হয়। অভিযুক্ত কর্মকর্তা বক্তব্য ও তদন্ত প্রতিবেদন অনুসারে অধস্তন কর্মচারীদের সাথে অসৌজন্যমূলক আচরণ করেছেন। তার এই কর্মের জন্য তিনি ক্ষমা প্রার্থনা করেন ও ভবিষ্যতে এ ধরনের আচরণ হতে বিরত থাকবেন মর্মে অঙ্গীকার করেছেন। সার্বিক অবস্থার বিবেচনায় **প্রকৌশলী এস এম ইমদাদুল হক, অধ্যক্ষ, টিটিসি, বগুড়া (প্রাক্তন অধ্যক্ষ, টিটিসি, পাবনা)-** কে ভবিষ্যতের জন্য সতর্ক করে তাকে বিভাগীয় মামলার দায় হতে অব্যাহতি প্রদানের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়; এবং

০৩। যেহেতু, অভিযোগনামা ও অভিযোগ বিবরণী, তদন্ত প্রতিবেদন এবং নথির অন্যান্য কাগজপত্র ও প্রমাণক পর্যালোচনায় **প্রকৌশলী এস এম ইমদাদুল হক, অধ্যক্ষ, টিটিসি, বগুড়া (প্রাক্তন অধ্যক্ষ, টিটিসি, পাবনা)-এর বিরুদ্ধে** আনীত সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৩(খ) বিধি অনুযায়ী 'অসদাচরণ' এর অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হয়নি।

০৪। সেহেতু, **প্রকৌশলী এস এম ইমদাদুল হক, অধ্যক্ষ, টিটিসি, বগুড়া (প্রাক্তন অধ্যক্ষ, টিটিসি, পাবনা)**-এর বিরুদ্ধে বিভাগীয় মামলায় আনীত অসদাচরণ এর অভিযোগের গুরুত্ব ও প্রাসঙ্গিক বিষয়াদি বিবেচনা করে তাঁকে ভবিষ্যতের জন্য সতর্ক করে বিভাগীয় মামলাটি নিষ্পত্তি করা হলো।

০৫। এ আদেশ জনস্বার্থে জারি করা হলো এবং তা অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

ড. নেয়ামত উল্যা ভূঁইয়া
সিনিয়র সচিব।

শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়
মজুরী বোর্ড শাখা

প্রজ্ঞাপনসমূহ

তারিখ: ২৭ পৌষ ১৪৩২/১১ জানুয়ারি ২০২৬

নং **৪০.০০.০০০০.০১৬.৩৪.০১১.১৯-০৮**—বাংলাদেশ শ্রম আইন, ২০০৬ এর ধারা ৩২৪ এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে সরকার "কাজী ফার্মস লিমিটেড" প্রতিষ্ঠানকে বাংলাদেশ শ্রম আইন, ২০০৬ এর ধারা ১০২(২) এর ৩য় শর্তের আলোকে সাপ্তাহিক কর্মঘণ্টা থেকে অব্যাহতি এবং বাংলাদেশ শ্রম আইন, ২০০৬ এর ধারা ১০৩ (সাপ্তাহিক ছুটি) থেকে অব্যাহতি প্রদানপূর্বক ধারা ১০৪ এর শর্ত (Proviso) এর আলোকে ক্ষতিপূরণমূলক সাপ্তাহিক ছুটি প্রদানে নিম্নবর্ণিত শর্তসাপেক্ষে ০১ জানুয়ারি ২০২৬ হতে ৩০ জুন ২০২৬ তারিখ পর্যন্ত ০৬ (ছয়) মাসের অব্যাহতি প্রদান করিল।

শর্তাবলিঃ

১। বাংলাদেশ শ্রম আইন, ২০০৬ ও বাংলাদেশ শ্রম বিধিমালা-২০১৫ এর বিধি-বিধান অনুসরণ করতে হবে;

২। বাংলাদেশ শ্রম বিধিমালা-২০১৫ এর পঞ্চদশ অধ্যায়ের ২১৪ নম্বর বিধি অনুযায়ী শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশনে নির্দিষ্ট হারে অর্থ প্রদান করতে হবে;

৩। কোনো শ্রমিককে তার সম্মতি ব্যতীত কোনো কার্যদিবসে অতিরিক্ত ০৪ (চার) ঘণ্টার বেশি সময় কাজ করানো যাবে না;

৪। অতিরিক্ত কাজের জন্য স্বাভাবিক মজুরির দ্বিগুন হারে মজুরি প্রদান করতে হবে;

৫। বাংলাদেশ শ্রম আইন, ২০০৬ এর ধারা ১০৪ এর শর্তের আলোকে সাপ্তাহিক ছুটি প্রদান করতে হবে;

৬। কেবলমাত্র স্বেচ্ছায় আগ্রহী শ্রমিকদের অতিরিক্ত সময় কাজে নিয়োগ করা যাবে;

৭। শ্রমিকদের স্বাস্থ্যবিধি মেনে কাজ করার বিষয়টি নিশ্চিত করতে হবে; এবং

৮। প্রযোজ্য ক্ষেত্রে 'পশু রোগ বিধিমালা, ২০০৮' এবং 'জাতীয় পোল্ট্রি উন্নয়ন নীতিমালা, ২০০৮' এর সংশ্লিষ্ট বিধি ও নীতি অনুসারে শ্রমিকদের জন্য আবাসন ও কোয়ারেন্টাইন ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে।

নং **৪০.০০.০০০০.০১৬.০৩২.০১৩.২৪-০৪**—বাংলাদেশ শ্রম আইন, ২০০৬ (২০০৬ সনের ৪২ নং আইন) এর ধারা ১৩৮ এর উপধারা (৩) এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে সরকার, উক্ত আইনের ধারা ১৩৯ এ নির্ধারিত কার্যাবলী সম্পাদনের উদ্দেশ্য, "গ্লাস এন্ড সিলিকেট" শিল্প সেক্টরের শ্রমিক পক্ষের প্রতিনিধিত্ব করিবার জন্য জনাব মো: আবুল হোসেন (জাতীয় পরিচয় পত্র নং: ১৪৮৭০৭৯৩৩৫, মোবাইল নম্বর: ০১৭১৫৭১১৪৭০) সভাপতি, দি বেঙ্গল গ্লাস ওয়ার্কস শ্রমিক ইউনিয়ন (রেজি: নং-ঢাকা-২৯৫), স্থায়ী ও বর্তমান ঠিকানা: হোল্ডিং-সজদের বাড়ি, ডাক-এল এন মিলস, নারায়ণগঞ্জ সদর, নারায়ণগঞ্জ-কে এতদ্বারা নিম্নতম মজুরী বোর্ড এর সদস্য নিয়োগ করিল।

নং **৪০.০০.০০০০.০১৬.৩২.০০৪.১৯-০৬**—বাংলাদেশ শ্রম আইন, ২০০৬ (২০০৬ সনের ৪২ নং আইন) এর ধারা ১৩৮ এর উপধারা (৩) এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে সরকার, উক্ত আইনের ধারা ১৩৯ এ নির্ধারিত কার্যাবলী সম্পাদনের উদ্দেশ্য, "সিরামিকস" শিল্প সেক্টরের শ্রমিক পক্ষের প্রতিনিধিত্ব করিবার জন্য জনাব মো: মনির হোসেন (জাতীয় পরিচয় পত্র নং: ২৬২১৪০৪৩৭৫১৩৫, মোবাইল নম্বর: ০১৮১৪৮৫৯০১৮) মুন্নু সিরামিক ইন্ডা: লি: শ্রমিক ও কর্মচারী ইউনিয়ন (রেজি নং -ঢাকা-২৭৭০), স্থায়ী ঠিকানা: বাড়ি নং-এফ-৬, রাস্তা নং/নাম-উত্তরপাতা, উত্তরপাতা, ডাকঘর: ধামরাই-১৩৫০, ধামরাই, ধামরাই পৌরসভা, বর্তমান ঠিকানা: ধামরাই- কে এতদ্বারা নিম্নতম মজুরী বোর্ড এর সদস্য নিয়োগ করিল।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

নিলুফার ইয়াসমিন
উপসচিব।

গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়
প্রশাসন অনুবিভাগ-১
প্রশাসন অধিশাখা-১

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ২৩ পৌষ ১৪৩২/০৭ জানুয়ারি ২০২৬

নং **২৫.০০.০০০০.০৩৬.১২২.২৭.০০২১.২৫-১৪**—যেহেতু, আপনি মিজ্ জোহরা বেগম, উপ-বিভাগীয় প্রকৌশলী (ই/এম), গণপূর্ত ই/এম উপ-বিভাগ ৩, চট্টগ্রাম ও সাবেক চট্টগ্রাম গণপূর্ত ই/এম উপ-বিভাগ-২, চট্টগ্রামে কর্মরত থাকা অবস্থায় আপনার বিরুদ্ধে দুর্নীতি দমন কমিশন, ঢাকা কর্তৃক ২১-০৯-২০২৩ তারিখে ০০.০১.১৫০০.৬২৩.০১.০১৮.২০/চট্টগ্রাম-২/৩৪৮৭০ নম্বর স্মারকে চট্টগ্রাম মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের লক্ষ্যে গৃহীত প্রকল্পের জন্য ডিপিপিতে যন্ত্রপাতির/সরঞ্জাম সমূহের ক্রয়মূল্য প্রকৃত বাজার মূল্যের চেয়ে অস্বাভাবিক ভাবে শত শত গুণ বেশি দেখিয়ে সরকারি অর্থ আত্মসাতের প্রচেষ্টার অভিযোগে গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়কে বিধি মোতাবেক বিভাগীয় শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুরোধ করা হয়। সে মোতাবেক গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয় থেকে ২৩-১০-২০২৪ তারিখে ২৫.০০.০০০০.০১৮.২৭.০১৭.২১-২৮৮ নম্বর স্মারকের মাধ্যমে অভিযোগটি তদন্তপূর্বক প্রতিবেদন দাখিলের জন্য ০৩ (তিন) সদস্য বিশিষ্ট একটি কমিটি গঠন করা হয়। গঠিত তদন্ত কমিটি কর্তৃক দাখিলকৃত প্রতিবেদনের মতামত অনুযায়ী তার বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৩ এর উপবিধি (খ) অনুযায়ী 'অসদাচরণ' এর অভিযোগে ০১/২০২৫ নম্বর বিভাগীয় মামলা রুজু করে অভিযোগনামা ও অভিযোগ বিবরণী তার বর্তমান ও স্থায়ী ঠিকানায় প্রেরণ করা হয়;

০২। যেহেতু, অভিযুক্ত কর্মকর্তা মিজ্ জোহরা বেগম ২২-১২-২০২৫ তারিখ কারণ দর্শানোর নোটিশের জবাব দাখিল করেন। দাখিলকৃত জবাবের আলোকে ০৭-০১-২০২৬ তারিখ তার ব্যক্তিগত শুনানি গ্রহণ করা হয়। শুনানীকালে অভিযুক্ত কর্মকর্তা ও গণপূর্ত অধিদপ্তরের প্রতিনিধি তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (সমন্বয়) জনাব স্বপন চাকমা বক্তব্য পেশ করেন। দাখিলকৃত জবাব পর্যালোচনা এবং শুনানী অন্তে অভিযুক্তের বক্তব্য সন্তোষজনক প্রতীয়মান হওয়ায় তার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগের দায় হতে অব্যাহতি প্রদানের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

০৩। সেহেতু, মিজ্ জোহরা বেগম, উপ-বিভাগীয় প্রকৌশলী (ই/এম), গণপূর্ত ই/এম উপ-বিভাগ ৩, চট্টগ্রাম ও সাবেক চট্টগ্রাম গণপূর্ত ই/এম উপ-বিভাগ-২, চট্টগ্রাম-এর বিভাগীয় মামলা সংশ্লিষ্ট নথি, দাখিলকৃত কাগজপত্রাদি পর্যালোচনা করে তার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ প্রমাণিত না হওয়ায় সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৩(খ) অনুযায়ী 'অসদাচরণ' এর অভিযোগে রুজুকৃত ০১/২০২৫ নম্বর বিভাগীয় মামলা হতে তাকে সতর্ক করে অব্যাহতি প্রদান করা হলো।

০৪। জনস্বার্থে জারীকৃত এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ নজরুল ইসলাম
সচিব।

প্রশাসন শাখা-১

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ২৮ পৌষ ১৪৩২/১২ জানুয়ারি ২০২৬

নং **২৫.১২২.০০৫.০০২.০০.০২৬.২০১৬-১৭**—যেহেতু, জনাব শাবাব রায়হান কবীর, সহকারী প্রধান স্থপতি (চলতি দায়িত্ব), বর্তমানে নির্বাহী স্থপতি, স্থাপত্য অধিদপ্তর, ঢাকা অফিসের গাড়িতে যাতায়াতকালীন সময়ে প্রায়ই মহিলা সহকর্মীদের সাথে অসৌজন্যমূলক আচরণ, কূটক্তিপূর্ণ কথাবার্তা (লিঙ্গ ভিত্তিক) এবং অশালীন মন্তব্য করেন। তিনি গত ৩১-০৫-২০১৬ তারিখ অফিসের গাড়ীতে তার সহকর্মী জনাব সিদ্দিকা নাসরিন সুলতানা, সহকারী স্থপতিকে অশালীন মন্তব্যসহ পারিবারিক বিষয় নিয়ে কূটক্তি করেন। জনাব সিদ্দিকা নাসরিন সুলতানা ০২-০৬-২০১৬ তারিখ তার বিরুদ্ধে প্রধান স্থপতি, স্থাপত্য অধিদপ্তর বরাবর লিখিত অভিযোগ দাখিল করেন। স্থাপত্য অধিদপ্তর হতে ০৫-০৬-২০১৬ তারিখ তাকে কারণ দর্শানোর নোটিশ প্রদান করা হলে তিনি ১৩-০৬-২০১৬ তারিখ লিখিত জবাব দাখিল করেন। প্রাপ্ত জবাব সন্তোষজনক বিবেচিত না হওয়ায় তার বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা ১৯৮৫এর বিধি ৩ এর উপবিধি (বি) অনুযায়ী 'অসদাচরণ' এর অভিযোগে ০২/২০১৭ নম্বর বিভাগীয় মামলা রুজু করে তার বর্তমান ও স্থায়ী ঠিকানায় অভিযোগনামা ও অভিযোগ বিবরণী প্রেরণ করা হয়;

০২। যেহেতু, অভিযুক্ত কর্মকর্তা ২৬-০২-২০১৭ তারিখ কারণ দর্শানোর লিখিত জবাব দাখিল করেন এবং তার আবেদন অনুযায়ী ১৯-১০-২০১৭ তারিখ ব্যক্তিগত শুনানি গ্রহণ করা হয়। বিভাগীয় মামলাটি তদন্তপূর্বক মতামতসহ প্রতিবেদন দাখিল করার জন্য উপসচিব জনাব লুৎফুন নাহারকে তদন্তকারী কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়। তদন্তকারী কর্মকর্তা কর্তৃক দাখিলকৃত তদন্ত প্রতিবেদনে 'সহকারী প্রধান স্থপতি জনাব শাবাব রায়হান কবীর কর্তৃক বেগম সিদ্দিকা নাসরিন সুলতানাকে অফিসের গাড়িতে যাতায়াতকালীন সময়ে তার পরিবার এবং ব্যক্তিগত জীবন নিয়ে অসৌজন্যমূলক আচরণের প্রমাণ পাওয়া যায়' মর্মে মতামত প্রদান করেন। প্রাপ্ত তদন্ত প্রতিবেদন এবং নথিপত্র এবং অভিযুক্তের জবাব পর্যালোচনাক্রমে অভিযুক্ত কর্মকর্তার বিরুদ্ধে 'অসদাচরণ' এর অভিযোগ তদন্তে প্রমাণিত হওয়ায় এ মন্ত্রণালয়ের ১৬-০২-২০২২ তারিখের ২৫.০১৮.০০৫.০০২.০০.০২৬.২০১৬-৬২ আদেশে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৪এর উপবিধি (২)(ক) অনুযায়ী 'তিরস্কার' দণ্ড প্রদান করা হয়;

০৩। জনাব শাবাব রায়হান কবীর ৩০-০৬-২০২২ তারিখ মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর বরাবর বিভাগীয় মামলা নং ০২/২০১৭ এর ন্যায্য ও সুষ্ঠু বিচার প্রাপ্তি ও তিরস্কার দণ্ড মওকুফ পূর্বক মামলা হতে অব্যাহতির জন্য আপিল আবেদন দাখিল করেন। স্থাপত্য অধিদপ্তর হতে তার আপিল আবেদনটি মন্ত্রণালয়ে অগ্রায়ণ করা হয়। সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি-১৭ অনুযায়ী ০৩ (তিন) মাসের মধ্যে আপিল দায়ের করার বিধান রয়েছে। কিন্তু অভিযুক্ত কর্মকর্তা ৩০-০৬-২০২২ তারিখ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বরাবর আপিল আবেদন করেন। তার আপিল আবেদনের মেয়াদ ছিল ০৩-০৪-২০২২ তারিখ পর্যন্ত। অভিযুক্ত কর্মকর্তা জনাব শাবাব রায়হান কবীর নির্ধারিত সময় অতিক্রান্ত হওয়ার পর মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বরাবর আপিল আবেদন দাখিল করায় সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি-১৭ অনুযায়ী আপিল আবেদন বিবেচনার সুযোগ না থাকার বিষয়টি স্থাপত্য অধিদপ্তরের প্রধান স্থপতির মাধ্যমে তাকে জানিয়ে দেওয়া হয়। জনাব শাবাব রায়হান কবীর এ মন্ত্রণালয়ের সচিব মহোদয় বরাবর ২১-০৯-২০২৫ তারিখ তার বিরুদ্ধে রুজুকৃত ০২/২০১৭ নং মামলার তিরস্কার দণ্ডের সুষ্ঠু ও ন্যায় বিচার প্রাপ্তির জন্য আপিল আবেদন পুন:বিবেচনা, অগ্রায়ণ ও দণ্ড মওকুফ এর জন্য আবেদন করেছেন। পরবর্তীতে, মাননীয় প্রধান উপদেষ্টার বরাবর সার-সংক্ষেপ প্রেরণ করা হলে মাননীয় প্রধান উপদেষ্টা তার আপিল আবেদন মঞ্জুর করে দণ্ডাদেশ বাতিলের আদেশ প্রদান করেন।

০৪। সেহেতু, জনাব শাবাব রায়হান কবীর, সহকারী প্রধান স্থপতি (চলতি দায়িত্ব), বর্তমানে নির্বাহী স্থপতি, স্থাপত্য অধিদপ্তর, ঢাকাকে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৪ (২)(ক) বিধি মোতাবেক 'তিরস্কার' সূচক লঘুদণ্ড বাতিলপূর্বক উক্ত বিভাগীয় মামলায় বর্ণিত অভিযোগের দায় হতে অব্যাহতি প্রদান করা হলো।

০৫। জনস্বার্থে জারীকৃত এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ নজরুল ইসলাম
সচিব।

শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়
মজুরী বোর্ড শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ : ২৭ পৌষ ১৪৩২/১১ জানুয়ারি ২০২৬

নং **৪০.০০.০০০০.০১৬.০৩২.০০৩.১৬-০২**—বাংলাদেশ শ্রম আইন, ২০০৬ (২০০৬ সনের ৪২ নং আইন) এর ধারা ১৩৮ এর উপধারা (৩) এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে সরকার, উক্ত আইনের ধারা ১৩৯ এ নির্ধারিত কার্যাবলী সম্পাদনের উদ্দেশ্য, "সল্ট ক্রাশিং" শিল্প সেক্টরের শ্রমিক পক্ষের প্রতিনিধিত্ব করিবার জন্য জনাব মো: মোশারফ হোসেন (জাতীয় পরিচয় পত্র নং-৩৭০২৮৩৯৮৫৭, মোবাইল নম্বর: ০১৮২৭৪৯৩৮০৪), সহ সাধারণ সম্পাদক, চট্টগ্রাম লবণ শ্রমিক দল (রেজি: চট্ট-২১৮০) স্থায়ী ও বর্তমান ঠিকানা: মৌলভীপাড়া ৭নং ওয়ার্ড, চরলক্ষ্যা কর্ণফুলী, জেলা-চট্টগ্রাম-কে এতদ্বারা নিম্নতম মজুরী বোর্ড এর সদস্য নিয়োগ করিল।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

নিলুফার ইয়াসমিন
উপসচিব।

জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
[কাস্টমস: রপ্তানি ও বন্ড শাখা]

[প্রজ্ঞাপন]

তারিখ : ২৯ পৌষ ১৪৩২ বঙ্গাব্দ/১৩ জানুয়ারি ২০২৬ খ্রিস্টাব্দ

নং **০২/২০২৬/কাস্টমস ১০**।—কাস্টমস আইন, ২০২৩ এবং ধারা ১২(২) এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কর্তৃক কাস্টমস হাউস, মোংলা এর অধিক্ষেত্রভুক্ত মোংলা বন্দরে অবস্থিত মেসার্স বেলাজিও লিমিটেড [বন্ড লাইসেন্স নং-এস/০১/বন্ড লাইঃ বেলাজিও/মংলা/২০১৬, তারিখ ১২/০৪/২০১৬ খ্রি:] নামীয় Ship Stores & Crew Bonded Warehouse (Duty Free Shop) প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে ২০২৫-২০২৬ অর্থবছরের জন্য নিম্নবর্ণিত বার্ষিক আমদানি প্রাপ্যতা নির্ধারণ করা হলো:

ক্র; নং	পণ্যের বিবরণ	আমদানি প্রাপ্যতা (মার্কিন ডলার)
০১	সিগারেট ও টোব্যাকো	৩৫,০০০.০০
০২	লিকার ও অন্যান্য ড্রিংকস	২০,০০০.০০
০৩	কসমেটিকস ও টয়লেট্রিজ	৩,০০০.০০
০৪	কনফেকশনারী	২,০০০.০০
০৫	শীপস স্টোর পণ্য	২৭,০০০.০০
সর্বমোট; (সাতাশি হাজার) মার্কিন ডলার		**৮৭,০০০.০০**

জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের আদেশক্রমে

[সুরাইয়া সুলতানা]
দ্বিতীয় সচিব (কাস্টমস: রপ্তানি ও বন্ড)।

গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়
প্রশাসন অনুবিভাগ-১
প্রশাসন শাখা-১

প্রজ্ঞাপনসমূহ

তারিখ : ০৫ মাঘ ১৪৩২/১৯ জানুয়ারি ২০২৬

নং ২৫.০০.০০০০.০৩৬.১২২.২৭.০০১৬.২৫-৩৮—যেহেতু, জনাব মোঃ ইব্রাহিম, উপ-সহকারী প্রকৌশলী (সিভিল) (সাময়িক বরখাস্তকৃত), পাবনা গণপূর্ত উপ-বিভাগ-১, পাবনায় কর্মরত থাকা অবস্থায় সরকারি বাসায় বসবাস করেন। তার বসবাসকৃত সরকারি বাসার মালামাল খুলে নিয়ে যাওয়া সংক্রান্ত একটি ভিডিও গণমাধ্যমে ও একটি প্রতিবেদন 'দৈনিক প্রথম আলো' পত্রিকায় গত ১৬/১০/২০২৫ তারিখ প্রকাশিত হয়। তাকে ১৫/০১/২০২৫ তারিখে রাঙ্গামাটি গণপূর্ত সার্কেল, রাঙ্গামাটিতে বদলি করা হয়। তার নামে বরাদ্দকৃত সরকারি বাসাটি হস্তান্তর না করা এবং উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের অনুমতি না নিয়ে বাসার দরজা, জানালা ইত্যাদি খুলে নেয়ার ফলে প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়াতে প্রতিবেদন প্রকাশিত হওয়ায় গণপূর্ত বিভাগ, পাবনার ভাবমূর্তি নষ্ট করা এবং সরকারি বাসার ক্ষতি সাধন করার জন্য তিনি সম্পূর্ণরূপে দায়ী। এ বিষয়ে তদন্ত কমিটি প্রাথমিক তদন্তে অভিযোগ প্রমাণিত হয়। উক্ত অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে তার বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি৩ (খ) অনুযায়ী 'অসদাচরণ' এর দায়ে ০৩/২০২৫ নম্বর বিভাগীয় মামলা রুজু করে তার বর্তমান ও স্থায়ী ঠিকানায় অভিযোগনামা ও অভিযোগ বিবরণী প্রেরণ করা হয়;

০২। যেহেতু, অভিযুক্ত কর্মকর্তা ১৬/১১/২০২৫ তারিখ লিখিত জবাব দাখিল করেন। তিনি জবাবে জানান যে, বাসাটির দরজা জানালা মেরামতপূর্বক নিজ দায়িত্বে সংযোজন করে বাসাটির দখল বিগত ১৯/১০/২০২৫ কারিখ হস্তান্তর করেন। সংশ্লিষ্ট নির্বাহী প্রকৌশলী পাবনা গণপূর্ত বিভাগ কর্তৃক ০৯/১১/২০২৫ তারিখের পত্রে জানান যে, জনাব মো: ইব্রাহিম এর বসবাসকৃত সরকারি বাসার মালামাল ইতোমধ্যে সংযোজন করে বাসাটি পূর্বের অবস্থায় ফিরিয়ে আনা হয়েছে এবং বিগত ১৯/১০/২০২৫ তারিখে বাসাটির দখল হস্তান্তর করা হয়েছে। পরবর্তীতে, গত ১৩/০১/২০২৬ তারিখ তার ব্যক্তিগত শুনানি গ্রহণ করা হয়। তার লিখিত বক্তব্যে, নথিপত্র, অভিযুক্তের জবাব এবং অপরাধের মাত্রা পর্যালোচনাক্রমে লঘুদন্ড প্রদান যৌক্তিক ও ন্যায়ানুগ মনে হওয়ায় অভিযুক্ত কর্মকর্তাকে লঘুদন্ড প্রদানের সিদ্ধান্ত গৃহীয় হয়; এবং

০৩। যেহেতু, জনাব মোঃ ইব্রাহিম, উপ-সহকারী প্রকৌশলী (সিভিল), পাবনা গণপূর্ত উপ-বিভাগ-১, পাবনা (বর্তমানে রাঙ্গামাটি গণপূর্ত সার্কেল, রাঙ্গামাটি) এর বিরুদ্ধে রুজুকৃত ০৩/২০১৫ নম্বর বিভাগীয় মামলায় সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৪ এর উপবিধি ২ (ক) অনুযায়ী লঘুদন্ড হিসেবে "তিরস্কার" দন্ড প্রদান করা হলো। একইসাথে এ মন্ত্রণালয়ের ০৫/১১/২০২৫ তারিখের ২৫.০০.০০০০.০৩৬.১২২.২৭.০০১৬.২৫-৪৫৯ নং প্রজ্ঞাপনমূলে প্রদত্ত সাময়িক বরখাস্ত আদেশ প্রত্যাহার করা হলো।

০৪। জনস্বার্থে জারীকৃত এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

নং **২৫.০০.০০০০.০৩৬.১২২.২৭.০০২০.২৫-৪০**—যেহেতু, আপনি জনাব মোঃ মইনুল ইসলাম, নির্বাহী প্রকৌশলী (সিভিল), ঢাকা গণপূর্ত বিভাগ-৩, ঢাকা ও সাবেক নির্বাহী প্রকৌশলী (সিভিল), গণপূর্ত রক্ষণাবেক্ষণ বিভাগ, চট্টগ্রামে কর্মরত থাকা অবস্থায় আপনার বিরুদ্ধে দুর্নীতি দমন কমিশন, ঢাকা কর্তৃক ২১-০৯-২০২৩ তারিখে ০০.০১.১৫০০.৬২৩.০১.০১৮.২০/চট্টগ্রাম-২/৩৪৮৭০ নম্বর স্মারকে চট্টগ্রাম মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের লক্ষ্যে গৃহীত প্রকল্পের জন্য ডিপিপিতে যন্ত্রপাতির/সরঞ্জাম সমূহের ক্রয়মূল্য প্রকৃত বাজার মূল্যের চেয়ে অস্বাভাবিক ভাবে শত শত গুণ বেশি দেখিয়ে সরকারি অর্থ আত্মসাতের প্রচেষ্টার অভিযোগে গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়কে বিধি মোতাবেক বিভাগীয় শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুরোধ করা হয়। সে মোতাবেক গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয় থেকে ২৩-১০-২০২৪ তারিখে ২৫.০০.০০০০.০১৮.২৭.০১৭.২১-২৮৮ নম্বর স্মারক মাধ্যমে অভিযোগটি তদন্তপূর্বক প্রতিবেদন দাখিলের জন্য ০৩ (তিন) সদস্য বিশিষ্ট একটি কমিটি গঠন করা হয়। গঠিত তদন্ত কমিটি কর্তৃক দাখিলকৃত প্রতিবেদনের মতামত অনুযায়ী তার বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৩ এর উপবিধি (খ) অনুযায়ী 'অসদাচরণ' এর অভিযোগে ০৬/২০২৫ নম্বর বিভাগীয় মামলা রুজু করে অভিযোগনামা ও অভিযোগ বিবরণী তার বর্তমান ও স্থায়ী ঠিকানায় প্রেরণ করা হয়;

২। যেহেতু, অভিযুক্ত কর্মকর্তা জনাব মোঃ মইনুল ইসলাম গত ১৮-১২-২০২৫ তারিখ কারণ দর্শানো নোটিশের জবাব দাখিল করেন। দাখিলকৃত জবাবের আলোকে ১৮-০১-২০২৬ তারিখ তার ব্যক্তিগত শুনানি গ্রহণ করা হয়। শুনানিকালে অভিযুক্ত কর্মকর্তা ও গণপূর্ত অধিদপ্তরের প্রতিনিধি তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (সমন্বয়) জনাব স্বপন চাকমা বক্তব্য পেশ করেন। দাখিলকৃত জবাব পর্যালোচনায় এবং শুনানি অন্তে অভিযুক্তের বক্তব্য সন্তোষজনক প্রতীয়মান হওয়ায় তার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগের দায় হতে অব্যাহতি প্রদানের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

৩। সেহেতু, জনাব মোঃ মইনুল ইসলাম, নির্বাহী প্রকৌশলী (সিভিল), ঢাকা গণপূর্ত বিভাগ-৩, ঢাকা ও সাবেক নির্বাহী প্রকৌশলী (সিভিল), গণপূর্ত রক্ষণাবেক্ষণ বিভাগ, চট্টগ্রাম-এর বিভাগীয় মামলা সংশ্লিষ্ট নথি, দাখিলকৃত কাগজপত্রাদি পর্যালোচনা করে তার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ প্রমাণিত না হওয়ায় সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৩ এর (খ) অনুযায়ী 'অসদাচরণ' এর অভিযোগে রুজুকৃত ০৬/২০২৫ নম্বর বিভাগীয় মামলা হতে তাকে সতর্ক করে অব্যাহতি প্রদান করা হলো।

৪। জনস্বার্থে জারিকৃত এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ নজরুল ইসলাম
সচিব।

ভূমি মন্ত্রণালয়
অধিগ্রহণ-১ শাখা
এল.এ কেস নং-২৫৬/৬১-৬২
ফরম "ঘ"
ঘোষণা
(সম্পত্তি অধিগ্রহণের জন্য ৫(৭) ধারা অনুযায়ী নোটিশ)

তারিখঃ ১৫ মাঘ ১৪৩২/২৯ জানুয়ারি ২০২৬

নং **৩১.০০.০০০০.০৪৭.৩৪.০৩৭.২০.১৫**—যেহেতু, নিম্ন তফসিল বর্ণিত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ ১৯৪৮ সনের সম্পত্তি (জরুরি) হুকুম দখল আইন (১৯৪৮ সনের ৩ নং আইন) এর "৩" ধারা অনুযায়ী ০৮-১২-৬২ খ্রি. তারিখের আদেশ দ্বারা হুকুম দখল করা হয়েছে এবং যেহেতু উক্ত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ অধিগ্রহণ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে।গত ২৬-১২-৬২ খ্রি. তারিখে সড়ক বিভাগ, রাজশাহীর অনুকূলে আনুষ্ঠানিকভাবে দখল হস্তান্তর করা হয়েছে।

সেহেতু, এক্ষণে উক্ত আইনের ধারা ৫ এর (৭) উপ-ধারা অধ্যাদেশ অনুযায়ী আমি ঘোষণা করিতেছি যে, উক্ত সম্পত্তিসমূহ বাধ্যতামূলকভাবে অধিগ্রহণ করা হলো এবং উহার সকল প্রকার দায়দায়িত্ব মুক্ত হয়ে সরকারের উপরে অর্পিত হলো।

তফসিল

জেলা-রাজশাহী, থানা-পবা, মৌজাঃ বড়বনগ্রাম, জে.এল নং-১০৯

সি.এস খতিয়ান নং	সি.এস দাগ নং	হুকুমদখলকৃত জমির পরিমাণ
৮২৮	১৪৩৭	০.০৪
৩৬৪/৯৫৬	১৪৩৮	০.০৬
৯৫৬/২	১৪৩৯	০.০৮
৩৭৩	১৪৪০	০.০১
৩৯৮	১৪৪৮	০.০৭
৪২০	১৪৬২	০.০৬
১০২৩	১৪৬৩	০.১৩
১০২৩	১৪৬৪	০.২৩
১০২৩	১৪৬৫	০.০৪
১০২৩	১৪৬৬	০.১৩
৪১১	১৪৬৭	০.০৮
১১৯৪	২০০২	০.০২
১১৯৪	২০০৩	০.০৪
১১৯৩	২০০৪	০.০৯
১২১৫	২০১৭	০.২০
১০৪৯	২০৬৩	০.৩৯
১০৪৯	২০৬৪	০.২০
	মোট=	১.৮৭ একর

ভূমি অধিগ্রহণের নকশা জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, রাজশাহীর ভূমি অধিগ্রহণ শাখায় দেখা যাইতে পারে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মুহাম্মদ আব্দুল লতিফ
উপসচিব।

সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়

প্রজ্ঞাপন

তারিখ : ০৫ মাঘ ১৪৩২/১৯ জানুয়ারি ২০২৬

নং-৪৩.০০.০০০০.১১৪.০১৬.১৫১.২২.৪১—১৯৬৮ সালের (সংশোধিত, ১৯৭৬) প্রত্নসম্পদ আইনের ১০ ধারা (১) উপধারা প্রদত্ত ক্ষমতাবলে সরকার কর্তৃক নিম্ন তফসিলভুক্ত প্রত্নসম্পদ সংরক্ষিত বলিয়া ঘোষনা করা হলো;

ক্রমিক	প্রত্নসম্পদের নাম, অবস্থান ও পরিচিতি	প্রত্নসম্পদের ভূমির বিবরণ			জমির পরিমাণ একরে	চৌহদ্দি	মালিকানার পূর্ণ বিবরণ	মন্তব্য
		মৌজার নাম	খতিয়ান নং	দাগ নং				
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯
১.	রণ-ভাওয়াল কাচারি (মশাখালী ইউনিয়ন ভূমি অফিস সংলগ্ন প্রাচীন ভবন) গ্রাম-মশাখালী, উপজেলাঃ গফরগাঁও, জেলা : ময়মনসিংহ।	মশাখালী	০১	এসএ-২৪৪ বিআরএস-৪১৪	১.১৫ একর এর কাতে ০.০৯৯৩ একর	পূর্ব- শিলা বাজার কেন্দ্রীয় মসজিদ পশ্চিম-শিলা নদী উত্তর-আবাসন প্রকল্প দক্ষিণ-শিলা বাজার	বাংলাদেশ সরকারের পক্ষে জেলা প্রশাসক ময়মনসিংহ	

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মৌসুমী সরকার রাখী
উপসচিব।